NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

৭ সময় এলেই রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাবে জম্মু ও কাশ্মীর: অমিত শাহ

ওড়িশায় ভিনরাজ্যের কিশোরীকে ধর্ষণ ৭

কলকাতা ১৯ অক্টোবর ২০২৫ ১ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ১২৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.10.2025, Vol.19, Issue No. 127, 8 Pages, Price 3.00

যোগীর রাজ্যে উদ্বোধন ব্রহ্মসের

রপ্তানি প্রথম ব্যাচ

লখনউ, ১৮ অক্টোবর: অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল 'ব্রহ্মস'। শক্তিশালী এই সুপারসনিক মিসাইলের আঘাতে ছারখার হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের অন্দরমহল। এবার সেই ব্রহ্মসের প্রথম ব্যাচ ডেলিভারি হল যোগী রাজ্য থেকে। শনিবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

শনিবার 'ব্রহ্মস' সুপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম ব্যাচের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তার আগে বুস্টার ভবন উদ্বোধন করেন। এছাড়াও বুস্টার ডকিং প্রক্রিয়ার একটি প্রদর্শনীতে যোগ দেন তাঁরা।

লখনউয়ের সরোজিনী নগরে অবস্থিত ব্রহ্মস অ্যারোস্পেস ইউনিট। ৩০০ কোটি টকা খরচ করে তৈরি হয়েছিল এই কারখানা। ভারত ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই মিসাইল প্রথম দিকে বছরে ৮০-১০০টি তৈরি করার টার্গেট নেওয়া হয়েছিল। পরে বছরে ১৫০টি মিসাইল তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। এই কারখানায় যেমন একদিকে মিসাইল উৎপাদন হয়, ঠিক তেমনি একই সঙ্গে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা ও চূড়ান্ত মান নির্ণয় করা হয়। শনিবার ধনতেরসের দিন এই কারখানা থেকে প্রথম ব্যাচ রপ্তানি হয়। শুধু ভারতের জন্য মিসাইল উৎপাদন নয়, অস্ত্র রপ্তানির জন্যেও উৎপাদন হবে ব্রহ্মস। বিশ্ব বাণিজ্যে সমরাস্ত্র রপ্তানিতে নতুন বাজার তৈরি করতে বদ্ধপরিকর ভারত।

এদিন, এয়ারফ্রেম এবং এভিওনিক্স, ওয়ারহেড ভবনে পিডিআই (প্রি-ডিসপ্যাচ ইন্সপেকশন) এবং ব্রহ্মস সিমুলেটর সরঞ্জামের উপর বিভিন্ন প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও করা হয়। একটি স্টোরেজ ট্রলি প্রদর্শনী, জিএসটি বিল উপস্থাপনা এবং মোবাইল অটোনোমাস লঞ্চার প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়।

লখনউয়ে তৈরি ব্রহ্মস-এর নতুন কারখানা থেকে প্রথম দফার ক্ষেপণাস্ত্রগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

'সিঁদুর' শুধু ঝলক ছিল, হুঙ্কার রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর: পাকিস্তানের প্রতিটি কোনাই 'ব্রহ্মস' ক্ষেপণাস্ত্রের নাগালের মধ্যে রয়েছে। শনিবার ইসলামাবাদের উদ্দেশে এই হুঁশিয়ারিই দিয়ে রাখলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। একই সঙ্গে এ-ও জানিয়ে রাখলেন, 'অপারেশন সিঁদুর' শুধুমাত্র তার ঝলক ছিল।

শনিবার উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে তৈরি 'ব্রহ্মস'-এর নতুন কারখানা থেকে প্রথম দফার ক্ষেপণাস্ত্রগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ্যে আনা হয়। সেখানে বক্তৃতা করার সময়েই 'সিঁদুর অভিযান'-এর সময়ে এই দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের সাফল্য স্মরণ করিয়ে দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

রাজনাথ বলেন, 'অপারেশন সিঁদুরের সময়ে যা হয়েছে, তা শুধুই ঝলক ছিল। সেই ঝলকই পাকিস্তানিকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে

ভারত যদি পাকিস্তানের জন্ম দিতে পারে, তা হলে তারা আর কী কী করতে পারে। আমার আর তা আলাদা করে বলার দরকার নেই।' প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কথায়, ব্রহ্মস শুধুমাত্র একটি ক্ষেপণাস্ত্র নয়। এটি ভারতের ক্রমবর্ধমান নিজস্ব ক্ষমতার প্রতীক। তিনি বলেন, 'গতি, নির্ভুল ভাবে নিশানায় আঘাত হানা এবং এর ক্ষমতা, এই তিনটির মিশেল ব্রহ্মসকে বিশ্বের সেরা ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম করে তুলেছে। ব্রহ্মস এখন ভারতীয় সেনা, নৌবাহিনী এবং বায়ুসেনার মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছে।'

ভারত-পাক সাম্প্রতিক সংঘর্ষের সময়ে 'ব্রহ্মস'-এর অবদানের উল্লেখ করে রাজনাথ বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর প্রমাণ করে দিয়েছে যে জয়ী হওয়া আমাদের কাছে আর কোনও ছোটখাটো ঘটনা নয়। জেতা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আজ গোটা দেশ বিশ্বাস করে যে আমাদের শত্রুরা আর ব্রহ্মস থেকে পালিয়ে বেড়াতে পারবে না। পাকিস্তানে প্রত্যেকটা ইঞ্চি এখন আমাদের ব্রহ্মসের নাগালের মধ্যে রয়েছে।' ভারতের তৈরি এই দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র যে দেশের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হিসাবে উঠে এসেছে, তা-ও মনে করিয়ে দেন রাজনাথ। রাজনাথের কথায়, এই আত্মবিশ্বাসই 'সিঁদুর অভিযান'কে আরও জোরদার করে তুলেছিল।

পাহাড়ে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ কেন্দ্রের, ক্ষুব্ধ মমতার চিঠি মোদীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোর্খাল্যান্ড ইস্যুতে কেন্দ্রের সাম্প্রতিক পদক্ষেপে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল রাজ্য সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরাসরি চিঠি লিখে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। কেন্দ্রের তরফে অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার তথা প্রাক্তন উপ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পঙ্কজ কুমার সিংকে গোর্খাল্যান্ড সংক্রান্ত আলোচনার জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের দাবি, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ একতরফাভাবে,রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনওরকম পরামর্শ ছাড়াই। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে লেখেন, 'গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) অঞ্চলের প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি রক্ষার দায়িত্ব সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন। এমন সংবেদনশীল বিষয়ে কেন্দ্র যদি রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া পদক্ষেপ নেয়, তা সংবিধানের সহ-সম্বন্ধ বা কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজমের চেতনাকে ক্ষুণ্ণ করবে।'

তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, 'জিটিএ গঠিত হয়েছিল ২০১১ সালের ১৮ জুলাই দার্জিলিঙে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে,যেখানে ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা অংশ নিয়েছিল। এই প্রশাসনিক সংস্থার মূল লক্ষ্য ছিল পাহাড়ের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত উন্নয়ন, এবং গোর্খা জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র রক্ষা।'

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজ্যের ধারাবাহিক উদ্যোগে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রশাসন ও জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলেই আজ দার্জিলিং ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে। সেই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের এমন একতরফা সিদ্ধান্ত শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে শুভ নয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন, 'রাজ্যের পূর্বপরামর্শ ও যথাযথ আলোচনার বাইরে গিয়ে যে নিয়োগপত্র জারি করা হয়েছে, তা পুনর্বিবেচনা করে প্রত্যাহার করার জন্য।' তাঁর মতে, গোর্খা সম্প্রদায় বা জিটিএ অঞ্চলের যে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরামর্শ অপরিহার্য। অন্যথায়, এলাকার নাজুক শান্তি আবার বিঘ্নিত হতে পারে। চিঠির শেষে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি বলেন, 'কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে প্রকৃত সহমর্মিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখার স্বার্থে এই পদক্ষেপ প্রত্যাহারই যথার্থ।'

রাজ্য প্রশাসনের মতে, গোর্খাল্যান্ড প্রশ্নে এক দশকের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখাই এখন প্রধান অগ্রাধিকার। সেই শান্তিতে যেন কোনও নতুন রাজনৈতিক অস্থিরতা না ফেরে, তার বার্তাই দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শহরের প্যান্ডেলে আসছেন মা। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে পড়া মাতৃমূর্তির ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

অনুপ্রবেশ রুখতে বিলেতেও এবার আধার কার্ডের ভাবনা

লন্ডন, ১৮ অক্টোবর: আধার কার্ডের ধাঁচে পরিচয়পত্র চালু করতে চাইছে ব্রিটেনে। যার নাম হবে 'ব্রিট কার্ড'। তবে আধারের মতো বায়োমেট্রিক তথ্য ব্যবহৃত হবে না এই কার্ডে। মূলত ব্রিটেনের বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের রুখতেই এই কার্ড চালু করতে চাইছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন স্টার্মার। তখনই তিনি আধার কার্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, ব্রিটেনে অবৈধ অভিবাসী এক বড় সমস্যা। স্টার্মারের লেবার সরকার ক্ষমতায় আসার পর অবৈধ অভিবাসীদের দেশছাড়া করতে উঠেপড়ে লেগেছে। তাঁর প্রশাসন আগেই জানিয়েছে, বিপুল সংখ্য অবৈধ অভিবাসীকে ইতিমধ্যেই তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে পরিচয়পত্র তৈরির দিকেই ঝুঁকল স্টার্মার সরকার। পাশাপাশি জনসাধারণের পরিষেবাগুলিকে সহজ করাও এই কার্ডের লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভারতে এসে ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান নন্দন নিলেকানির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কাছ থেকে জেনেছিলেন আধার কার্ড ও সেই সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'দ্য গার্ডিয়ান'-এর সঙ্গে কথা বলার সময় ব্রিটিশ সরকারি মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই কার্ড চালুর ক্ষেত্রে ভারতের অভিজ্ঞতার সাহায্য নেবে ব্রিটেন। কিন্তু তা আদপে আধার কার্ডের মতো হবে না। এর নকশা হবে আলাদা। এবং তা বায়োমেট্রিক তথ্যও ব্যবহার করবে না।

ঢাকা বিমানবন্দরে বিধ্বংসী আগুন, বন্ধ পরিষেবা

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর: বিধ্বংসী আগুনের কবলে ঢাকা বিমানবন্দরের একাংশ। কার্গো ভিলেজ বা পণ্য রাখার স্থানে শনিবার দুপুরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক আতঙ্ক। খবর পেয়ে দমকলের অন্তত ৩০টি ইঞ্জিন ছুটে যায় কার্গো ভিলেজের ৮ নং গেটের কাছে। কিন্তু আগুন নেভাতে হিমশিম দশা হয় দমকল কর্মীদের। অগ্নিকাণ্ডের জেরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আপাতত উড়ান পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, দুপুর ২টো ১৫ মিনিটের দিকে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ এলাকায় আকস্মিকভাবে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে দমকলের ২৮টি ইঞ্জিন কাজ করছে। কার্গো ভিলেজের এই অংশে সাধারণত আমদানি করা পণ্য মজুত রাখা হয়। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘটনার পরপরই বিমানবন্দর দমকল বিভাগ, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ইউনিট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যৌথভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে।

নৌবাহিনীও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যোগ দেয়। কাজে নামে বিজিবিও।

শনিবার সাড়ে ৩টে নাগাদ খবরটি নিশ্চিত করেন বাংলাদেশের অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সহকারী জনসংযোগ পরিচালক মহম্মাদ কাউছার মাহমুদ। অডিও বার্তা দিয়েছেন বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাগীব সামাদ। তিনি বলেন, 'আমরা একটা এমারজেন্সি হ্যান্ডল করছি, আমাদের সহযোগিতা করুন।'

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিমান ওঠানামা স্থগিত করা হয়েছে। ঢাকা থেকে কুয়ালালামপুরগামী বাটিক এয়ারের ওডি১৬৩ ফ্লাইট, ঢাকা থেকে মুম্বাইগামী ইন্ডিগোর ৬ই১১১৬ ফ্লাইটটি ট্যাক্সিওয়েতে অপেক্ষা করছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে ঢাকাগামী কয়েকটি বিমান বিকল্প রুটে পাঠানো হয়েছে। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম ও কলকাতায় একাধিক বিমান অবতরণ করানো হয়েছে। এদিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা কয়েকটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইটও ট্যাক্সিওয়েতে আটকে আছে।

জুলাই সনদ স্বাক্ষর নিয়ে রণক্ষেত্র ঢাকা

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর: জুলাই সনদ স্বাক্ষর নিয়ে ফের উত্তপ্ত ঢাকা। শনিবার দুপুরে সংসদ ভবন এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান 'জুলাই যোদ্ধা'রা। তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর আগের একটি মামলায় অন্তত ৯০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। শনিবারের ঘটনাতেও পুলিশের উপর হামলা, সরকারি কাজে বাধা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট-সহ একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। এই খবর জানিয়েছেন ধানমন্ডি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথা ওসি কাশৈন্যু মারমা। ভিডিও ও সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাঁদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে।

জানা গিয়েছে, এই সনদ সংশোধন, সনদকে স্থায়ীভাবে সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা এবং 'জুলাই যোদ্ধা'দের স্বীকৃতির দাবিতে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই সংসদ ভবনের মূল ফটকের বাইরে জমায়েত হতে শুরু করেছিলেন বিক্ষোভকারীরা। এই স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শুরুর নির্ধারিত সময়ের প্রায় আড়াই ঘণ্টা আগে দুপুরে সংসদ ভবনের সামনে জড়ো হন 'জুলাই যোদ্ধা'রা। সেখান থেকে ভিড় হঠাতে অন্তত কয়েকশ বিক্ষোভকারীর উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে বলে অভিযোগ। দু'পক্ষ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। দু'পক্ষকে সামলাতে হিমশিম খান পুলিশ কর্তারা। কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড প্রয়োগ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে পুলিশ। অন্যদিকে, বিক্ষোভকারীরাও রাস্তায় অগ্নিসংযোগ করে ইট-পাটকেল ছুড়ে বিক্ষোভ চালিয়ে যান। এহেন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি মোকাবিলায় এতজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সবুজ-মেরুন দীপাবলি

■ আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। আরও একটি ফাইনালে ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে হারাল তারা। চলতি মরশুমের প্রথম দু'টি ডার্বি হেরেছিল মোহনবাগান। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচ জিতে নিল তারা। যুবভারতীতে আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল এই ম্যাচে দুর্দান্ত লড়াই করেছে। বেশির ভাগ সময় দাপট দেখিয়েছে তারাই। কিন্তু গোল না করতে পারলে যে ম্যাচ জেতা যায় না তা আরও এক বার দেখা গেল। টাইব্রেকারে জিতে চলতি মরশুমে প্রথম বড় ট্রফি জিতল মোহনবাগান। টাইব্রেকারে বাগানের জয়ের নায়ক সেই বিশাল কাইথ।

৬০০ কেজি বাজি আটক ধর্মতলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজো আর দীপাবলিকে কেন্দ্র করে কলকাতা পুলিশ-সহ পুলিশ প্রশাসন সর্বত্র কঠোর নজরদারি যে চালাচ্ছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ মিলল শনিবার সকালে ধর্মতলা থেকে নিষিদ্ধ বাজি-সহ এক তরুণের গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই যুবকের নাম মহম্মদ জিশান। ২৩ বছর এই যুবক তপসিয়া থানা এলাকার বাসিন্দা।তার কাছ থেকে মোট ৬০০ কেজি বেআইনি বাজি উদ্ধার করে পুলিশ। পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে তদন্তকারীরা ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের পর জানতে পেরেছেন, এই বিপুল পরিমাণ বাজি পাঠানো হচ্ছিল আসানসোলে।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, গোপন সূত্রের খবর পেয়ে ধর্মতলা বাস টার্মিনাসের কলকাতা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের কাছে মেয়ো রোডে অভিযান চালায় পুলিশ। ধৃতের থেকে তিনটি নাইলনের বস্তা ও একাধিক বক্স উদ্ধার করা হয়। তা খুলতেই দেখা যায় তাতে রয়েছে নিষিদ্ধ বাজি। পঁচিশটি কাগজের কার্টনে বিভিন্ন ধরণের নিষিদ্ধ বাজি যেমন কালীপটকা, চকলেট বোম ইত্যাদি ছিল। এরপরই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনায় ময়দান থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

প্রসঙ্গত, সামনেই কালীপুজো, দীপাবলি, ভাইফোঁটা। তা মিটলেই ছটপুজো। লম্বা উৎসবের মরশুম। এই ধরনের পুজোয় বাজি ফাটানোই রেওয়াজ। আর সেই কারণেই এই সময় বেআইনি বাজি নিয়ে কঠোর অবস্থান নিল কলকাতা পুলিশ। শনিবারের এই ঘটনার পাশাপাশি শহরজুড়েও অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। যেখানেই উদ্ধার হয়েছে প্রচুর বাজি। অভিযান চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন আবাসনে বৈঠক করেছে পুলিশ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, বাজি ফাটানো নিয়ে নিয়ম বুঝিয়ে দিচ্ছেন অফিসাররা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ১৭ তারিখ পর্যন্ত পাটুলি থানা এলাকার ঢালাই ব্রিজ ও গড়িয়া মোড় থেকে মোট ১৩১৫ কেজি বেআইনি বাজি উদ্ধার করা হয়েছে। বাঁশদ্রোণি এলাকায় অভিযান চালিয়ে এখনও পর্যন্ত ৩৬ কেজি নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করা হয়েছে। শহরজুড়ে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতন করছে পুলিশ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৪/১০/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪০৮৮ নং এফিডেভিট বলে Aktar Hossan S/o. Md Hossen ও Aktar Hosem S/o. Mohammad Hosem সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৯/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৯৩৯৯ নং এফিডেভিট বলে Netai Majumder S/o. Anath Majumder ও Netai Majhi S/o. Anath Bandhu Majhi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৩/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ২৭১ নং এফিডেভিট বলে আমি Samar Hait S/o. Suren Hait, R/o. দিগড়িয়া, বাদেদিগড়িয়া, চন্দনপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২২২৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (জন্ম তারিখ ২৪/০১/২০২৪) কন্যার সঠিক নাম Srija Hait-এর পরিবর্তে Sohana Hait লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ১৩/১০/২০২৫, নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Asok Kumar Roy (old name) S/o. Late Santosh Roy, R/o. Roypara, Phulbagan, Paschim Jaykrishnapur, Haripal, Hooghly-712403, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ashok Kumar Roy (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Asok Kumar Roy & Ashok Kumar Roy S/o. Late Santosh Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি সাগর সেখ, পিতা Khakon Sk., সাং রায়নগর, পোঃ- বিল্বগ্রাম, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১৩৮, আমার পিতার ভোটার কার্ডে being No. XUW0321315, প্যান কার্ডে being No. JFFPS1550J ও আধার কার্ডে being No. 8282 2564 2952 তাহার নাম Khokan Sekh হইয়াছে। আমার জন্ম সার্টিফিকেটে being No. 1149 dt. 17.08.2006 আমার পিতার নাম Khakan Sk. হইয়াছে। গত ইং ১৭.১০.২০২৫ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ১৮৮৫৫ নং এফিডেভিট বলে আমার পিতা Khakon Sk., Khokan Sekh ও Khakan Sk. একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি Solamuddin Mondal, S/O-Ayub Mondal, Resident of Vill-Adarshapally, P.o-Nasaratpur, P.S-Nadanghat, Dist-Purba Bardhaman, (Aadhaar card No-496696376042) আমার স্কুল সার্টিফিকেটে (Paruldanga Nasaratpur G.S.F.P. School) তে আমার নাম Solemuddin Sekh এবং আমার পিতার নাম Ayeb Sekh উল্লেখ আছে, গত 25/09/25 তাং প্রথম শ্রেণীর জুনিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট কালনা পূর্ব বর্ধমানের এফিডেভিডে আমি **Solamuddin Mondal S/O-Ayub Mondal** ও **Solemuddin Sekh, S/O- Ayeb Sekh** একই ব্যক্তি হলাম।

NAME CHANGE

I **Salema Bibi Sekh, W/o Sk Mohd Ayub** residing at Vill-Balgona, P.O.- Balgona TD, P.S.- Bhatar, Dist.- Purba Bardhaman, W.B. Pin-713125 declare that in my voter card no. **JQY2544956** my name & my husband's name has been recorded as **Salema Bibi Sk, W/o Sk Mohd Ayub.** In Passport no. **M3612784** my son's name and surname and my name and surname has been written as **Sk Safikul Alam, S/o Ayub Sk & Salema Bibi.** That my husband's **Sk Mohd Ayub and Ayub Sk** is the same and one identical person & myself **Salema Bibi Sekh and Salema Bibi Sk & Salema Bibi** is the same and one identical person vide affidavit no. 188, dt. 17.10.2025 sworn before The Executive Magistrate at Burdwan Sadar.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, লক্ষ্মীরানী বসাক, স্বামী- সন্তোষ বসাক, সাং- বেড়াকামগাছি, থানা- তাহেরপুর জেলা- নদীয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইংরাজী- ২০/০৭/২০১৩ সালের রাণাঘাট-১ ADSR অফিসের IV-236 আমমোক্তারনামা বলে, সুশান্ত বসাক (পিতা- ৺পূর্ণচন্দ্র বসাক) নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা-নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, মৌজা- কামগাছি, J.L-১৭, দাগ নম্বর- ১৫০১, খতিয়ান- ২৩৬৯/১, থেকে আমি উক্ত সম্পতি বিক্রয় করছি, সেই সম্পতি বিক্রেতা হইতে ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L.&L.R.O যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সেলিনা বেগম** স্বামী মরহুম আবুল কাসেম সাকিম পুরুষোত্তমপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়া বিগত ইং ১৫/০৬/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-3074/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **১)শ্রী তরুন কুমার রায়**, পিতা শ্রী জগবন্ধু রায়, সাকিম চাঁপাহাটী, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, ও **২)শ্রী ভরত চন্দ্র ঘোষ**, পিতা নিমাই চন্দ্র ঘোষ, সাকিম উত্তরখন্ড, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ মহাশয়দ্বয়কে এবং ২)I-3075/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী রামকৃষ্ণ হালদার**, পিতা ৺অশ্বিনী হালদার সাকিম চাঁপাহাটী, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, মহাশয়কে একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত দুইটি আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা উক্ত আমমোক্তারগণ নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৪/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5220/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী বিবেক মন্ডল** পিতা ৺অনিল চন্দ্র মন্ডল, সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ মহাশয়কে ০.৬২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।
<u>তপশীল</u> – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা চাঁপাহাটী, ৫২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৬৮০ নং খতিয়ানে, ১)আর.এস. ৯৬৮ তথা হাল এল.আর. ১১৯৯ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ২১ শতকের মধ্যে ১৮.৭৫ শতক তন্মধ্যে ০.৩১ শতক এবং ২)আর.এস. ৯৭০ তথা হাল এল.আর. ১২০১ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ২১ শতকের মধ্যে ৬.৫ শতক তন্মধ্যে ০.৩১ শতক, একুনে একটি খতিয়ানে, দুইটি দাগে মোট ০.৬২ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী বিবেক মন্ডল** পিতা ৺অনিল চন্দ্র মন্ডল, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-
১)শ্রী তরুন কুমার রায়, ২) শ্রী ভরত চন্দ্র ঘোষ ৩)শ্রী রামকৃষ্ণ হালদার (আমমোক্তারগণ)

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে অক্টোবর। ১ লা কার্তিক। রবি বার। বেলা ১/৫৪ পর্যন্ত ধন ত্রয়োদশী তিথি। পরে ভুত চতুর্দশী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টত্তরী মঙ্গল ও বিংশোত্তোরী রবি মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(ভুত চতুর্দশী তিথি। চতুর্দশ দীপদান। অতিরিক্ত বিবাহ। অব্যুড়ান্ন। মরমী বাউল লালন ফকির র প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলদ্বয় ১) শ্রী অজিত বিশ্বাস ২) শ্রী অজয় বিশ্বাস, উভয়ের পিতা- শ্রী চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, সাকিন- জোড়াকুঠি, অরবিন্দ সরনী, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১ যৌথভাবে D.S. R. Nadia, Krishnagar অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ২৬৭/২০১৮ নং একখন্ড দানপত্র দলিলবলে তাহাদের মাতা শ্রীমতি মিতা বিশ্বাস এর নিকট হইতে নদীয়া জেলার কোতোয়ালী থানাধীন ৫২ নং রুইপুকুর মৌজাস্থিত আর এস ২১৯৪ নং এল আর ১২১১ নং খতিয়ানভুক্ত ও আর এস ২২৮৯ নং এল আর ৫৯২৮নং দাগে ০.০২৪৮ একর বা ০২.৪৮ শতক সম্পত্তি দানসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া বর্তমানে মালেক ও ভোগদখলকার আছেন। উক্ত সম্পত্তি যাহা বিগত দিনে দানিয়েল রোজারিও মহাশয় তাহার নামে রেকর্ডভুক্ত করাইয়া ভোগদখল করাকালীন পরলোকগমন করিলে তৎত্যাক্ত সম্পত্তি তাহার ওয়ারেশগন সুভাষ ভিনসেন্ট রোজারিও দিগরের নিকট হইতে D.S.R. Nadia, Krishnagar অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৫৪৭৬/১৯৯০ নং একখন্ড বিক্রয়কোবালা দলিলবলে শ্রী ষষ্টি মন্ডল মহাশয় খরিদাসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া মালেক ও ভোগদখলকার থাকাকালীন পরলোকগমন করিলে তৎত্যাক্ত সম্পত্তি তাহার ওয়ারেশগন শ্রীমত্যা পদ্মরানী মন্ডল দিগর D.S.R. Nadia, Krishnagar অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ২৪২/২০০৯ নং একখন্ড আমমোক্তারনামা দলিলে শ্রীমতি শোভা সামন্ত মহাশয়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলে উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শোভা সামন্ত মহাশয়ার নিকট হইতে A.D.S.R. Krishnagar অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১১১৫২/২০১০ নং একখন্ড বিক্রয়কোবালা দলিলবলে আমার মক্কেলদ্বয়ের মাতা শ্রীমতি মিতা বিশ্বাস মহাশয়া খরিদাসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া মালেক ও ভোগদখলকারিনী হইয়াছিলেন।
এক্ষণে উক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমার মক্কেলদ্বয় তাহাদের অংশ নিজ নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইবার দরুন স্থানীয় সেটেলমেন্ট অফিসে আবেদন করিয়াছেন। সেই মোতাবেক উক্ত সম্পত্তির নামপত্তন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে কাহারো কোনোরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্থানীয় B. L. &L.R.O. Krishnagar-1, Nadia অফিসে উপস্থিত থাকিয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য সম্পন্ন হইবে।
Sunandan Sarkar, Advocate
Judges' Court at Krishnagar
En. No - F/1381/2009

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১. শ্রী অজিত মন্ডল ২. শ্রী জগন্নাথ মন্ডল ৩. শ্রী বাসুদেব মন্ডল সকলের পিতা - মৃত নিমাই মন্ডল, ৪. শ্রীমতী মেনকা বিশ্বাস (মন্ডল), স্বামী - শ্রী অনুকূল বিশ্বাস ৫. শ্রীমতি রিঙ্কু রায় (মন্ডল) স্বামী - শ্রী অমর রায়, ৬. নাবালিকা পিঙ্কি মন্ডল পিতা - মৃত কার্তিক মন্ডল, পক্ষে অভিভাবক মাতা ও স্বয়ং শ্রীমত্যা বালিকা মন্ডল, স্বামী - মৃত কার্ত্তিক মণ্ডল ৮. শ্রীমতি মঞ্জু মন্ডল, স্বামী শ্রী ভূবণ মন্ডল, সকলের পক্ষে হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় গত ১৩/১২/২০১০ তাং কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসের IV-215 নং আমমোক্তার দলীল বলে ১. শ্রী প্রমথ চৌধুরী, পিতা - মৃত মনিন্দ্রনাথ চৌধুরী, ২. শ্রী অমৃত ঘোষ, পিতা - মৃত অনিল ঘোষ, ৩. শ্রী মদন ঘোষ ওরফে অজিত কুমার ঘোষ, পিতা - মৃত বিমল চন্দ্র ঘোষ, সকলের সাং - রাধানগর, পোঃ - ঘূর্ণি, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, উক্ত আমমোক্তারগন হইতে গত ইং ২১/০৩/২০১২ তাং I-3337/12 নং দলীল বলে ৯৭ নং সোন্দা মৌজার খাতিয়ান নং আর. এস. ২১৯, এল.আর. ৪৭৪, দাগ নং - আর.এস. ও এল.আর. ৫৫০৩ এর মোট ০৪.৯৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন মঞ্জু বিবি, স্বামী - জলিল সেখ উক্ত ক্রেতা উপরিউক্ত খতিয়ান নং ও দাগ নং এর ৪.৯৫ শতক সম্পত্তি বিক্রি করেন গত ১৮/১২/২০১৮ তাং I-10530/18 নং দলীল বলে শ্রী সুশান্ত হালদার, পিতা - শ্রী অনিল হালদার, এবং উপরিউক্ত আমমোক্তারগন হইতে ২১/০৯/১৩ তাং I-4862/13 নং দলীল বলে একই দাগ ও খতিয়ানের ২.৪৭৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন ১. শ্রী দুলাল সরকার, পিতা - মৃত যাদব সরকার, ২. শ্রীমতি উমারানী সরকার, স্বামী - শ্রী দুলাল সরকার, উক্ত ক্রেতা গত 05-09-2020 তাং I-5618/2020 নং দলীল বলে উপরিক্ত একই দাগ ও খতিয়ানের ৩.৩০ শতক সম্পত্তি বিক্রি করেন ১. শ্রী পলাশ মণ্ডল, পিতা - শ্রী কানাই মন্ডল, ২. শ্রীমতি বর্ণালী সরকার (মন্ডল), স্বামী - শ্রী পলাশ মন্ডল, উভয়ের উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে, কৃষ্ণনগর B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

<u>অবসর,</u>
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

<u>শ্যাম কমিউনিকেশন,</u>
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

<u>মানসী অ্যাড এজেন্সি,</u>
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১) শ্রীমত্যা ঊষারানী ব্যানার্জী, ২)শ্রী জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী, ৩)শ্রী জগন্ময় ব্যানার্জী**, ১নং স্বামী ও ২/৩এর পিতা ৺বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, সকলের সাকিম শরৎ সরনী, বালির মোড়, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, **৪)শ্রীমতী রেনুকা চ্যাটার্জী** স্বামী হিমাংশু চ্যাটার্জী, সাকিম নওপাড়া, গাড়ুলিয়া, উঃ ২৪পরগণা-৭৪৩১৩৩, **৫)শ্রীমতী কনিকা মুখার্জী** স্বামী নিমাই সুন্দর মুখার্জী, সাকিম বামুনপাড়া, খলিসানি, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৮, **৬)শ্রীমতী শিপ্রা চ্যাটার্জী** স্বামী রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, সাকিম ১বি, টেগোরনগর, ব্যার্তারপুরা, আজমীর রোড, মহেশনগর, জয়পুর, রাজস্থান-৩০২০০৬, **৭)শ্রীমতী শচীরানী ব্যানার্জী** স্বামী ৺শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সাকিম শরৎ সরনী, বালির মোড়, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, **৮)শ্রী ইন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী** পিতা ৺শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সাকিম ৪৮৭ শান্তিনিবাস শরৎ সরনী, বালির মোড়, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, **৯)শ্রীমতী শিবানী মুখার্জী** স্বামী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, সাকিম সাহাগঞ্জ পুরাতন পোষ্ট অফিস, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, **১০)শ্রী গৌতম ব্যানার্জী** পিতা ৺শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সাকিম উত্তর নারায়নপুর, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **১১)শ্রীমতী ইন্দ্রানী মুখার্জী** স্বামী মহেন্দ্র মুখার্জী, সাকিম সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, **১২)শ্রীমতী প্রতিমা ব্যানার্জী ১৩)শ্রী চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪)শ্রী বিবেকানন্দ ব্যানার্জী**, ১২-১৪নং এর সাকিম কুন্ডু লেন রোড, খামারপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২, **১৫)শ্রীমতী লিপিকা মুখার্জী**, ১২নং এর স্বামী ও ১৩-১৫নং এর পিতা ৺দীনবন্ধু ব্যানার্জী, সাকিম ২১ এন.সি. এম রোড, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২০২০ সালের ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00251/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী সঞ্জয় সাহা** পিতা ৺কমলকৃষ্ণ সাহা সাকিম সত্যপীরতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ১২/০৯/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-12014/2025 ও ২)I-12015/2025 নং **একুনে দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী পিতা শতদল চক্রবর্তী** সাকিম ২নং কাপাসডাঙ্গা, লক্ষ্মীনারায়ন পল্লী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। <u>তপশীল</u>- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বালি, ৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮৪০/১, ১৯৭৩, ২৮৮৭, ৭১১৭, ৭১১৮, ৭১১৯ ও ৭১২০ নং খতিয়ান হইতে **১)I-12014/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলে** ১)আর.এস. ১২৩২ তথা হাল এল.আর. ১৪৮৮ নং দাগে ভিটি, ০৪ কাঠা ০৮ ছটাক ৩৫ বর্গফুট, ২)আর.এস. ১২৩১ তথা হাল এল.আর. ১৪৮৫ নং দাগে পথ, ০১ ছটাক, ৩)আর.এস. ১৩৮ তথা হাল এল.আর. ২৯৯ নং দাগে ভিটি, ০৩ ছটাক, **একুনে সাতটি খতিয়ান হইতে, ৩টি দাগে মোট ০৪ কাঠা ১২ ছটাক ৩৫ বর্গফুট বা ৭.৯১৭৭ শতক সম্পত্তি** এবং **২)I-12015/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলে** ১)আর.এস. ১২২১ তথা হাল এল.আর. ১৪৭৪ নং দাগে ভিটি, ০৩ কাঠা ০৭ ছটাক ০৯ বর্গফুট, ২)আর.এস. ১২২৭ তথা হাল এল.আর. ১৪৮৩ নং দাগে বাস্তু, ০১ কাঠা ৩২ বর্গফুট, ৩)আর.এস. ১২২৮ তথা হাল এল.আর. ১৪৮৪ নং দাগে ভিটি, ০৫ ছটাক ৩৭ বর্গফুট, ৪)আর.এস. ১২৩১ তথা হাল এল.আর. ১৪৮৫ নং দাগে পথ, ০৩ ছটাক ৩৩ বর্গফুট, ৫)আর.এস. ১৩৭ তথা হাল এল.আর. ২৯৮ নং দাগে পুকুর, ০৩ কাঠা ০৯ ছটাক ৩৭ বর্গফুট, ৬)আর.এস. ১৩৮ তথা হাল এল.আর. ২৯৯ নং দাগে ভিটি, ০১ কাঠা ০২ ছটাক ২৫ বর্গফুট, **একুনে সাতটি খতিয়ান হইতে, ছয়টি দাগে মোট ০৯ কাঠা ১৩ ছটাক ৩৮ বর্গফুট বা ১৬.২৭৭৭ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে।**
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা আমার মক্কেল **শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী পিতা শতদল চক্রবর্তী**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**,জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জির চ্যালেঞ্জকে উড়িয়ে শ্রীরামপুরে সুকান্ত

লাঠিতে ঝান্ডা লাগিয়ে পাল্টা দাওয়াই দেওয়ার নিদান অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৈদ্যবাটির কর্মিসভায় যোগ দিলেন সুকান্ত মজুমদার। আর সেখানেই তোপের পর তোপ দাগলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে। হুঙ্কারের সুরে বললেন, কল্যাণদা যদি খেলতে ডাকে তাহলে আমি কর্মীদের বলে দিচ্ছি ভালো করে খেলুন।

কল্যাণের চ্যালেঞ্জকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে শ্রীরামপুরে চলে গেলেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত যদিও বলছেন, আমাদের খেলতে ডাকলে আমরা খেলব। আমি খেলতে খুব ভালোবাসি।

এদিন প্রায় ১ কিলোমিটার রাস্তা নিজে বাইক চালিয়ে আসেন সুকান্ত। তা নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, কল্যাণদা হয়তো পরে একটা অজুহাত দেবে বলবে গাড়ির ভিতরে ছিল তাই কিছু করতে পারিনি। তাই গাড়ির বাইরে বেরিয়ে দেখলাম। আবহাওয়াটা দেখলাম কেমন। দেখলাম আবহাওয়ায় কল্যাণ নেই অকল্যাণ হয়ে গিয়েছে।

শুধু তাই নয়, শাসকদলের বিরুদ্ধে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, আগুনকে ভয় পাই না। পুলিশ না থাকলে ১৫ মিনিটে তৃণমূলের সব অফিস বন্ধ হয়ে যাবে। ক্ষমতা থাকলে পুলিশ সরিয়ে এসো, দেখব কার কত ক্ষমতা। ছাবিশে বিজেপিই আসছে ক্ষমতায়, এদিন সে কথাও বারবার শোনা গেল সুকান্তর মুখে। প্রধানমন্ত্রীর প্রসঙ্গ টেনে তাঁর সংযোজন, এবার দুর্গাপুজোতে দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদীও দুর্গাপুজোয় মা দুর্গার আরাধনা করেছেন। আমার বিশ্বাস রামচন্দ্র যেভাবে দুর্গার আরাধনা করে রাবণ বধ করেছিলেন সেইভাবে নরেন্দ্র মোদীর আরাধনাতে তৃণমূল রাবণ বধ হবে। অন্যদিকে, শনিবার দুপুরে বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তরফে বৈদ্যবাটিতে কর্মী সম্মেলনে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার-সহ পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং। উক্ত সম্মেলনে যোগ দিয়ে দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করার লক্ষে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'সন্ধে সাতটার পর উনি দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। উনি কি চ্যালেঞ্জ করবে'। তাঁর বক্তব্য, 'শ্রীরামপুরের পর এবার কালীঘাটে ওনার বাড়িতে যাওয়া উচিত'। প্রাক্তন সাংসদের সংযোজন, কখনও শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলা চালানো হচ্ছে। কখনও দলীয় বিধায়কের ওপর হামলা চালাচ্ছে। সম্প্রতি নাগরাকাটায় শান্ত স্বভাবের সাংসদ খগেন মুর্মু-র ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছে। এদিন তিনি হামলাকারীদের পাল্টা দাওয়াই দেওয়ার নিদান দিলেন। তাঁর নিদান, লাঠিতে ঝান্ডা লাগিয়ে হামলাকারীদের পাল্টা দাওয়াই দিতে হবে। অন্যথায় ওদের মন বেড়ে যাবে। শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদকে জোকার আখ্যা দিয়ে এদিন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, ওই জোকারটা আদালতে গিয়ে জোকার গিরি করেন। আবার রাস্তা ঘাটেতেও জোকার গিরি করেন। আবার যদি হঠাৎ কখন সুকান্ত বাবুর সঙ্গে ওনার দেখা হয়, তখন উনি বলবেন কি কেমন আছেন, ভালো আছেন তো। উক্ত কর্মী সম্মেলনে হাজির ছিলেন বিজেপির শ্রীরামপুর সংগঠনিক জেলার সভাপতি সুমন ঘোষ, ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, প্রাক্তন সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি প্রমুখ।

বিনা অনুমতিতে ৪৫ লক্ষ টাকার বেশি প্রকল্পে কাজ নয়, সতর্কবার্তা নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরসভা ও নিগমগুলিতে আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার কঠোর অবস্থান নিচ্ছে। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের আগাম অনুমোদন ও আর্থিক ছাড়পত্র না নিয়ে ৪৫ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের কোনও কাজের নির্দেশ বা ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা যাবে না বলে রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও নোটিফায়েড এরিয়া কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে যদি কোনও পুরসভা বা কর্তৃপক্ষ কাজের নির্দেশ জারি করে, তবে তার জন্য পরবর্তীকালে দপ্তর কোনওভাবেই দায় নেবে না বা 'পোস্ট-ফ্যাক্টো অ্যাপ্রুভাল' দেবে না।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি দেখা গিয়েছিল কয়েকটি পুরসভা রাজ্য সরকারের অনুমোদন ছাড়াই উচ্চমূল্যের কাজের নির্দেশ জারি করেছে। তদন্তে জানা যায়, এই ধরনের পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৯৩-এর বিধান লঙ্ঘন করেছে। সেই কারণেই পুরসভাগুলিকে নতুন করে সতর্ক করা হয়েছে।

আইনের ৭১ ও ৭৩ (এ) ধারা অনুযায়ী, রাজ্য সরকার পুরসভাগুলিকে অনুদান বা আর্থিক সাহায্য দিতে পারে, তবে সেই অর্থের ব্যবহার নির্ধারিত সীমার মধ্যেই করতে হবে। ওই বিধান অনুযায়ী, চেয়ারম্যান ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, আর বোর্ড অফ কাউন্সিলরস ৪৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কাজের অনুমোদন করতে পারে। এর বেশি অর্থমূল্যের কোনও প্রকল্প হাতে নিতে গেলে রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন ও পুর দপ্তরের পূর্বানুমোদন আবশ্যক।

দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে যদি কোনও পুরসভা বা কর্তৃপক্ষ কাজের নির্দেশ জারি করে, তবে তার জন্য পরবর্তীকালে দপ্তর কোনওভাবেই দায় নেবে না বা 'পোস্ট-ফ্যাক্টো অ্যাপ্রুভাল' দেবে না। দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই নির্দেশিকাটি মূলত সব স্থানীয় সংস্থাকে আর্থিক শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার বার্তা দিচ্ছে। নাগরিক প্রকল্পের কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির যে কাঠামো মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টে নির্দিষ্ট করা আছে, সেটিই আরও একবার জোরদার করা হয়েছে।

নির্দেশিকাটি ইতিমধ্যেই ইউডি অ্যান্ড এমএ দপ্তরের সিনিয়র আধিকারিক, ডিরেক্টর অফ লোকাল বডিজ, স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এবং সব পুরসভার চেয়ারম্যান, প্রশাসক, এক্সিকিউটিভ অফিসার ও ফিনান্স অফিসারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই বিজ্ঞপ্তি দপ্তরের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করতে হবে যাতে সকলের অবগতির জন্য তা সহজলভ্য থাকে।

উত্তরবঙ্গে দুর্গতদের পাশে কৃষি বিপণন দপ্তর, ত্রাণ শিবিরে ১ লক্ষ কেজির বেশি আলু-পেঁয়াজ সরবরাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এল রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তর। দপ্তরের তরফে বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে ১ লক্ষ কেজির বেশি আলু ও পেঁয়াজ সরবরাহ করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী দুর্গত এলাকায় পাঠানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে ইতিমধ্যেই ৬৫ হাজার কেজির বেশি আলু এবং ১৫ হাজার কেজির বেশি পেঁয়াজ পৌঁছে গিয়েছে। দার্জিলিং জেলার জন্য শিলিগুড়ি থেকে ২৪ হাজার কেজির বেশি আলু ও সবজি পাঠানো হয়েছে। কালিম্পং জেলার জন্য পাঠানো হয়েছে প্রায় ১৭ হাজার কেজির বেশি আলু ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী। আলিপুরদুয়ার নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি নিজস্ব উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে ১১০০ প্যাকেট ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ করেছে। পাশাপাশি সুফল বাংলার ১০০টি স্থায়ী বিপণির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের দুর্গত এলাকায় চালু করা হয়েছে অতিরিক্ত ৬৫টি ভ্রাম্যমাণ বিপণি।

কালীপুজোয় মেট্রোর বিশেষ পরিষেবা, সবুজ লাইনে সময়সূচি বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজোর দিনে, সোমবার (২০ অক্টোবর ২০২৫) মেট্রো রেলওয়ে সবুজ লাইনে বিশেষ পরিষেবা চালাবে। ওইদিন মোট ১২০টি ট্রেন (৬০ আপ ও ৬০ ডাউন) চলবে, যা স্বাভাবিক ২২৬ পরিষেবার পরিবর্তে সীমিত সময়সূচিতে চলবে। সেই দিন প্রথম ট্রেন হাওড়া ময়দান থেকে ছাড়বে সকাল ৮টা (সাধারণত ৬টা ৩০ মিনিটের বদলে) এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানের উদ্দেশে রওনা দেবে সকাল ৮টা ২ মিনিটে (সাধারণত ৬টা ৩৩ মিনিটের বদলে)। শেষ ট্রেন ছাড়বে হাওড়া ময়দান থেকে রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে রাত ১০টা ৪৭ মিনিটে।

হাওড়া-রাউরকেল্লা, হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কোচ সংখ্যা দ্বিগুণ: দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে আজ থেকে হাওড়া-রাউরকেল্লা,হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কোচ সংখ্যা ৮ থেকে বেড়ে ১৬ করবে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে চালু হওয়া এই ট্রেনটি মাত্র এক বছরের মধ্যে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী এই ট্রেনের মাধ্যমে হাওড়া থেকে রাউরকেল্লা পর্যন্ত ৪১৩ কিলোমিটার অতিক্রম করে প্রায় ৫ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে পৌঁছচ্ছেন। হাওড়া কোচ যুক্ত হওয়ার ফলে আসন সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাত্রীদের জন্য ভ্রমণ আরও আরামদায়ক ও সুবিধাজনক হবে।

দীপাবলিতে যাত্রীদের জন্য পূর্ব রেলের বিশেষ ব্যবস্থা, অতিরিক্ত ইএমইউ ট্রেন চালাবে শিয়ালদহ বিভাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: দীপাবলির ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত যাত্রীচাপ মোকাবিলায় বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ। যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে শিয়ালদহ, ডানকুনি, শিয়ালদহ, বারাসাত, বনগাঁ, শিয়ালদহ, রানাঘাটি ও শিয়ালদহ, বারুইপুর রুটে অতিরিক্ত ইএমইউ স্পেশ্যাল ট্রেন চালানো হবে দীপাবলির আগের ও পরের রাতে।

এই বিশেষ ট্রেনগুলি চলবে ২০, ২১ অক্টোবর, ২১, ২২ অক্টোবর এবং ২২,২৩ অক্টোবর রাতের মধ্যে। সব ট্রেনই সব স্টেশন, স্টেশন, ফ্ল্যাগ ও হল্ট স্টেশনে থামবে।

শিয়ালদহ, ডানকুনি স্পেশ্যাল ট্রেন
শিয়ালদহ থেকে রাত ১১টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে এবং ডানকুনিতে পৌঁছবে রাত ১২টা ১৫ মিনিটে।
ফিরতি ট্রেন ডানকুনি থেকে ছাড়বে রাত ১২টা ২৫ মিনিটে এবং শিয়ালদহে পৌঁছবে রাত ১টা ৫ মিনিটে।

শিয়ালদহ, বারাসাত স্পেশ্যাল ট্রেন
শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে রাত ১২টা ১০ মিনিটে, পৌঁছবে বারাসাতে রাত ১২টা ৫৫ মিনিটে।
ফিরতি ট্রেন বারাসাত থেকে ছাড়বে রাত ১টা ১০ মিনিটে, শিয়ালদহে পৌঁছবে রাত ১টা ৫৫ মিনিটে।

বনগাঁ, বারাসাত স্পেশ্যাল ট্রেন
বনগাঁ থেকে ছাড়বে রাত ১২টা ৩০ মিনিটে, বারাসাতে পৌঁছবে রাত ১টা ৩০ মিনিটে।
ফিরতি ট্রেন বারাসাত থেকে ছাড়বে রাত ২টোয়, বনগাঁ পৌঁছবে রাত ৩টা ৮ মিনিটে।

শিয়ালদহ, রানাঘাট স্পেশ্যাল ট্রেন
শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে রাত ১২টা ৪০ মিনিটে, রানাঘাট পৌঁছবে রাত ২টা ৩০ মিনিটে।
ফিরতি ট্রেন রানাঘাট থেকে ছাড়বে রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে, শিয়ালদহে পৌঁছবে রাত ১টা ৪০ মিনিটে।

শিয়ালদহ, বারুইপুর স্পেশ্যাল ট্রেন
শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে রাত ১২টা ৩০ মিনিটে, বারুইপুর পৌঁছবে রাত ১টা ১৫ মিনিটে।
ফিরতি ট্রেন বারুইপুর থেকে ছাড়বে রাত ১টা ২৫ মিনিটে, শিয়ালদহে পৌঁছবে রাত ২টা ১০ মিনিটে।

এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে জানানো হয়েছে যে ২০ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ১টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত নয়াহাটি জংশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১-এ কোনো ট্রেনের আগমন বা প্রস্থান হবে না। ওই সময়ে ট্রেনগুলি প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৫ ও ৬-এ পরিচালিত হবে। পূর্ব রেল সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, ২০, ২১ ও ২২ অক্টোবরের উপনগরীয় পরিষেবাগুলি, যার মধ্যে ৬টি এসি লোকালও রয়েছে, সেগুলি সপ্তাহের কর্মদিবসের সময়সূচি অনুযায়ী চলবে। দীপাবলির ভিড় সামলাতে এই বিশেষ উদ্যোগে যাত্রীদের যাত্রা হবে আরও নির্বিঘ্ন ও স্বস্তিদায়ক বলে আশা রেল কর্তৃপক্ষের।

শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের আহ্বানে রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হল বিজয়া সম্মেলন। সিউড়ি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের এই বিজয়ার সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কোর কমিটির আহবায়ক অনুব্রত মণ্ডল, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১ কার্তিক ১৪৩২, রবিবার

প্রয়াত গৌতম ঘোষের স্ত্রী, শোক মুখ্যমন্ত্রীর

■ প্রয়াত স্বনামধন্য পরিচালক গৌতম ঘোষের স্ত্রী নীলাঞ্জনা ঘোষ। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি গৌতম জায়ার অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। কাঁথা শিল্পী হিসেবে তিনি বেশ পরিচিত ছিলেন। পরিচালকের স্ত্রী বিয়োগ শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শনিবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমার প্রিয় নীলাঞ্জনা ঘোষের মৃত্যুতে আমি শোকবিহ্বল। আমার বউদি, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষের স্ত্রী, তিনি একটি কঠিন অস্ত্রোপচারের পর শনিবার সকালে প্রয়াত হন। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং আমি বিচলিত বোধ করছি। নানা সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। আমরা জানতাম, তাঁর হাতের কাঁথা-শিল্পের কাজ ছিল খুব সুন্দর। সেসব কথা মনে পড়ছে।' জানা গিয়েছে, শুক্রবার আচমকাই অসুস্থবোধ করায় গৌতমপত্নীকে ঢাকুরিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু হাসপাতাল থেকে তাঁকে আর ফেরানো যায়নি। শনিবার ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

জমজমাট ধনতেরাসের কেনাকাটা

■ সোনার ঊর্ধ্বমুখী দাম সত্ত্বেও ধনতেরাসে কলকাতার বিভিন্ন সোনার দোকানে দেখা গেল ক্রেতাদের। তাতে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা বেজায় খুশি। কথিত আছে সমুদ্র মন্থনের সময় আজকের দিনেই ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী অমৃত কলস নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে দিনটি পালিত হয়। এই দিনে কুবের ও লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়। ধনতেরাস উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাজারগুলি নানা পসরায় সেজে উঠেছে। আরআর আগরওয়াল জুয়েলার্সের পরিচালক রতন লাল আগরওয়াল বলেন, সোনার দাম বেড়েছে, কিন্তু গ্রাহকরা মনে করছেন আগামী দিনে এটি আরও বাড়বে, তাই ধনতেরাস উপলক্ষ্যে গ্রাহকরা নিজেদের জন্য সোনা কিনছেন। এবার বিক্রি গত বছরের তুলনায় কিছুটা কম হতে পারে, পরিমাণের দিক থেকেও কম হবে, তবে টাকার দিক থেকে তা পূরণ হবে। শনিবার কলকাতায় ১ গ্রাম সোনার দাম কমে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৪৫ টাকা। যদিও ধনতেরাসের দিন রুপোর দাম কিছুটা কমেছে। খুচরো বাজারে রুপোর দাম ১৭ হাজার ৩৭০ টাকা।

জাল পাসপোর্ট তৈরি, ধৃত ১

■ কলকাতা এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট গত ১৩ অক্টোবর ইন্দুভূষণ হালদার ওরফে দুলালকে গ্রেপ্তার করল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ভারতীয় পাসপোর্ট জালিয়াতিতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন। এ ঘটনা সম্পর্কিত মামলায় অভিযুক্ত আজাদ হুসেইন ওরফে আজাদ মল্লিক ওরফে আহম্মেদ হোসেন আজাদ নামে পাকিস্তানি নাগরিকের কাছ থেকেই মেলে এই ইন্দুভূষণ হালদারের খবর। এরপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইন্দুভূষণকে গ্রেপ্তারেরর পর বিচার ভবনের বিশেষ আদালতে তাকে হাজির করা হলে আদালত তদন্তের জন্য পাঁচদিনের জন্য ইডি হেপাজতের নির্দেশ দেয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এটি আজাদ হুসেইন ওরফে আহম্মেদ হোসেন আজাদ সংক্রান্ত মামলায় দ্বিতীয় গ্রেপ্তারি। এদিকে তদন্তে জানা গেছে যে আজাদ হুসেইন নামে এই ব্যক্তি আদতে পাকিস্তানি নাগরিক এবং তিনি আজাদ মল্লিক নামে ছদ্মনামে ভারতের ভেতর বসবাস করছিলেন এবং অর্থের বিনিময়ে বিদেশি নাগরিকদের জাল প্রাপ্ত ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরিতে সাহায্য করতেন।

ধন্বন্তরীর আরাধনায়... ধনতেরাস উপলক্ষে ক্রেতাদের সোনা কেনা। ছবি: অদিতি সাহা

শেষবেলাতেও দক্ষিণে বৃষ্টির সম্ভাবনা, পাহাড়ে শীতের অনুভূতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিদায় নিয়েছে বর্ষা। তবে বৃষ্টি যেন পিছু ছাড়ছে না দক্ষিণবঙ্গের। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস রবিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় হালকা পশলা বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি আকাশও থাকবে মেঘলা। ফলে এখন জল্পনা একটাই কালীপুজোতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কি না।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, রবিবার দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সংলগ্ন পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু জায়াগায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে। অন্যান্য জেলাতে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকতে পারে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর এবং লাক্ষাদ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। সপ্তাহ শেষে ঘূর্ণাবর্তটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে লাক্ষাদ্বীপ সংলগ্ন কর্ণাটক ও কেরল উপকূলে। অন্যদিকে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরেও প্রবল নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী শুক্রবার ২৪ অক্টোবর এই নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা প্রবল।

এদিকে সোমবার কালীপুজো ও ভাইফোঁটা বুধবার। এই দু'দিনই আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবে। সোমবার থেকে আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলে যাবে। সকাল ও রাতের দিকে শিরশিরানি এক ভাব অনুভূত হবে। তবে বেলা বাড়লে বাতাসে আর্দ্রতা সামান্য বাড়বে।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে ওপরের তিন জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রবিবার বৃষ্টি হতে পারে। এদিকে পাহাড়ে অনুভূত হচ্ছে হালকা শীতের অনুভূতি। তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। কালিম্পংয়েও পরিষ্কার আকাশ। তাপমাত্রা ২০ থেকে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। জলপাইগুড়িতেও রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ দেখা গিয়েছে এদিন। গত চব্বিশ ঘণ্টায় জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ডুয়ার্স, আলিপুরদুয়ারেও বেশ পরিষ্কার আকাশ। রৌদ্রজ্জ্বল পরিবেশ। কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, ইসলামপুর, গঙ্গারামপুর পরিষ্কার আকাশ। রোদ ঝলমলে। তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

কংগ্রেসের প্রচারে বঙ্গে আসবেন রাহুল, ইঙ্গিত এআইসিসি-র পর্যবেক্ষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কয়েক মাস পরই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। তবে এই নির্বাচনে কংগ্রেসের রণনীতি নিয়ে চলছে বঙ্গ রাজনীতিতে জোর চর্চা। জল্পনা চলছে, আগের দুটি বিধানসভা নির্বাচনের মতো এবারও তারা বামেদের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে নাকি, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে একাই ২৯৪টি আসনে লড়াই করতে চাইছে তারা। এমনই এক প্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতৃত্ব জানাল, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি নভেম্বরের শেষ কিংবা ডিসেম্বরের শুরুতে আসবেন বাংলায় নির্বাচনী প্রচারে। সঙ্গে এও জানা গেছে, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীও বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে বড় দায়িত্ব পেতে চলেছেন। বাংলায় রাহুলের নির্বাচনী প্রচারে আসা নিয়ে বাংলায় এআইসিসি-র পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর জানান, 'আমরা জাতীয় দল। আর জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তো ১০০ শতাংশ আসবেই। বিহারের নির্বাচন শেষ হওয়ার পরই আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলায় আসবেন।' প্রসঙ্গত, বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে ১৪ নভেম্বর। তার ৩ দিন আগে ভোটগ্রহণ শেষ হবে। বিহারে নির্বাচনের পর বাংলায় রাহুল নির্বাচনী প্রচারে আসতে পারেন।

এরই রেশ টেনে এআইসিসি-র পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর এও জানান, 'গত ৬ মাস ধরে আমরা পশ্চিমবঙ্গে গ্রাউন্ড তৈরি করছি। বুথ লেভেল পর্যন্ত আমরা টিম তৈরি করছি। তারপর রাহুল গান্ধি এসে আমাদের কর্মীদের মাধ্যমে বাংলার মানুষকে তাঁর কথা পৌঁছে দেবেন। বাংলার ইস্যুগুলি নিয়ে নিজের বক্তব্য রাখবেন। তারপর ৬ মাস পর যখন ভোট হবে, তখন বাংলার মানুষ সিদ্ধান্ত নেবেন।'

গুলাম আহমেদের এমন বক্তব্যের পর খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কবে বাংলায় নির্বাচনী প্রচারে আসতে পারেন রাহুল তা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে গুলাম আহমেদ মীর জানান, 'আমরা চেষ্টা করছি যাতে নতুন বছরের আগেই রাহুল গান্ধি বাংলায় আসেন। তবে তা নির্ভর করছে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উপর। আগে দলের জেলা, ব্লক, বুথ কমিটিকে মজবুত করতে হবে। যাতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বার্তা রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্তে পৌঁছয়। নভেম্বরের মাঝামাঝি দলের এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ততদিনে বিহারেও নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে। তখন অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গে নজর দেবেন রাহুল গান্ধি।' শুধু রাহুল গান্ধি-ই নন, বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর ভূমিকা নিয়েও শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। প্রসঙ্গত, বিহারে কংগ্রেসের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হয়ে কাজ করছেন অধীর রঞ্জন। বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনেও বড় দায়িত্ব পেতে পারেন তিনি। বিহারে নির্বাচন শেষ হলে বাংলায় রাহুল-অধীরের যৌথ কর্মসূচি দেখা যেতে পারে। অধীর রঞ্জন সম্পর্কে গুলাম আহমেদ মীর মনে করিয়ে দেন, 'উনি বর্ষীয়ান নেতা। অনেক দায়িত্ব পালন করেছেন। উনি অনেক দায়িত্ব পালন করছিলেন বলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে শুভঙ্কর সরকারকে বসানো হয়।'

আইসিডিএস কর্মীদের ১০ হাজার টাকা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, 'মিথ্যাচার করছেন' অভিযোগ যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা ভীষণ ভালো কাজ করেন। তাঁদের জন্য বহু মানুষ উপকৃত হন। তাই পুরস্কার স্বরূপ এবং তাঁদের কাজ আরও সহজ করতে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে তাঁরা স্মার্ট ফোন কিনতে পারেন।

তবে এই ঘোষণার পরেই মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন আইসিডিএস যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যাচার করছেন। সত্য সিদ্ধ যেমন হয়, মিথ্যা সিদ্ধও হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যিনি মিথ্যাচারের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তিনি এখন রাজ্যের প্রধান শাসক।

ভাস্কর ঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী, আইসিডিএস একটি কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ প্রকল্প, যেখানে অর্থের ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারেরই বেশি। তিনি জানান, ২০১৮-২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর আইসিডিএস কর্মীদের ডিজিটাল কাজের সুবিধার্থে প্রত্যেকের জন্য ৮ হাজার টাকা মূল্যের মোবাইল সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের কাছে ২৪৮ কোটি টাকা পাঠানো হয়। পাশাপাশি প্রতি মাসে ডিজিটাল কাজের জন্য ৫০০ টাকা উৎসাহ ভাতা ও ১৬৪ টাকা করে মোবাইল রিচার্জ বাবদ

দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

ভাস্করের অভিযোগ, দেশের সব রাজ্যে সেই মোবাইল কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হলেও পশ্চিমবঙ্গে তা হয়নি। বরং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাপ দিয়ে কর্মীদের নিজেদের টাকায় মোবাইল কিনতে বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রের পাঠানো টাকা ও মাসিক ভাতা দেওয়া হয়নি। এই প্রেক্ষিতেই যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের পক্ষ থেকে ডিজিটাল স্ট্রাইক শুরু করা হয়েছিল।

তিনি আরও দাবি করেন, ২০১৯ সালে দেওয়া মোবাইল ২০২৩ সালে বাতিল হয়ে নতুন মোবাইল কেনার জন্য আবার টাকা দেয় কেন্দ্র। অর্থাৎ একজন কর্মীর দুইটি মোবাইল পাওয়ার কথা থাকলেও পাচ্ছেন মাত্র একটি! তাহলে বাকি টাকা কোথায় গেল? ২৪৮ কোটি টাকার সুদ এতদিনে কার পকেটে গেল?

ভাস্কর ঘোষের কটাক্ষ, এখন মোবাইলের টাকা দেওয়ার পর প্রত্যেক কর্মীকে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিও বার্তা পাঠাতে বলা হচ্ছে। ভাবলে ভালোই লাগে, মাননীয়ার মতো দুর্দণ্ড প্রতাপ নেত্রী এখন সামান্য আইসিডিএস কর্মীদের ভিডিও বার্তার জন্য হাপিত্যেশ করে বসে আছেন! বোঝাই যাচ্ছে, হাতি কাদায় পড়েছে। শেষে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন; আপনার সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে।

বেসরকারি হাসপাতালকে টেক্কা দেবে উডবার্ন-২ ওয়ার্ড

স্বাস্থ্য ভবন থেকে জানানো হল 'অনন্য'র খরচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত সেপ্টেম্বরে এসএসকেএম হাসপাতালে উডবার্ন-২ ওয়ার্ডের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সামনে এল ওই ওয়ার্ডে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করাতে গেলে কত টাকা খরচ হবে রোগীদের, সেই সংক্রান্ত তথ্য। সম্প্রতি এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে স্বাস্থ্য ভবনের তরফ থেকে। আর এই বিজ্ঞপ্তিতে এই ওয়ার্ডে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার খরচ কত হবে তাও জানানো হয়েছে বিস্তারিত ভাবে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পুজোর আগে এসএসকেএম হাসপাতালে এই উডবার্ন-২ উদ্বোধন করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন বেসরকারি হাসপাতালকে টেক্কা দেবে এই উডবার্ন-২ ওয়ার্ড। ১৩১ টি শয্যার এই উডবার্ন-২ এর নাম 'অনন্য'। এখানে রয়েছে ২১টি সিসিইউ শয্যা।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, একজন রোগী থাকার জন্য প্রাইভেট কেবিনে প্রতিদিন ৫ হাজার টাকা খরচ হবে। প্রাইভেট কেবিনের ডিলাক্স সুইটে থেকে চিকিৎসা করাতে হলে, খরচ হবে ৮ হাজার টাকা। এইচডিইউ-এর দৈনিক খরচ ১২ হাজার টাকা। কিন্তু এর মধ্যে নেই বাইপ্যাপ ও ভেন্টিলেশনে সাপোর্ট। আর সমস্ত সুবিধা-সহ আইসিউ-এর ভাড়া দৈনিক ১৫ হাজার টাকা।

রাজ্যের নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই ভবনটি সম্পূর্ণ স্বনির্ভর ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। এর জন্য কোনোরকম সরকারি ভর্তুকি বা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে না। এখান থেকে যে আয় হবে, তা দিয়েই পরিচালন ব্যয় মেটাতে হবে। এছাড়া, নতুন ভবনের ওপিডি ক্লিনিক প্রতিদিন বিকেল ৩টের পর থেকে খোলা থাকবে। সেখানে পরিষেবা দেবেন এসএসকেএম ও আইপিজিএমইআর-এর বর্তমান সরকারি চিকিৎসকেরাই। এখানে ওপিডি-র ফি নির্ধারিত হয়েছে সাড়ে তিনশো টাকা। প্রথমবার হোক বা একাধিকবার প্রতিবারই একই ফি দিতে হবে। এর মধ্যে ৫০ টাকা প্রতিষ্ঠান রাখবে প্রশাসনিক খরচের জন্য। আর ৩০০ টাকা প্রদান করা হবে চিকিৎসককে। রাজ্য সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, এই হার অন্য কোনও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ওপিডিতে প্রযোজ্য হবে না।

শহিদ মিনার গ্রাউন্ডে আয়োজিত বাজি বাজারে কচিকাঁচাদের ভিড়।

বাঙালির নস্টালজিয়ার শব্দবাজি থেকে বর্তমানের গ্রিন বাজিতে স্বমহিমায় বিচরণ করছেন 'বুড়িমা'!

রাজীব মুখোপাধ্যায়

কালীপুজা মানে বাঙালির কাছে সন্ধ্যা প্রদীপ ও রংবেরঙের বাজি। অতীতে প্রায় দশ প্রজন্ম ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে কালীপুজোর দিনগুলোতে 'বুড়িমা' ছাড়া ভাবতেই পারত না। বাঙালির নস্টালজিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে 'বুড়িমা' নাম। আশির দশক থেকে নব্বইয়ের দশক হয়ে বিগত কুড়ি বছর আগে পর্যন্ত গরিব মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্তর কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল 'বুড়িমা'-র চকলেট বোম ও দোদোমা। এছাড়াও রং মশাল, ফুলঝুড়ি সহ হরেক রকমের বাজির সম্ভার নিয়ে ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা বাঙালির কাছে 'বুড়িমা' একটা আবেগের নাম। একবিংশ শতকের আগে থেকেই রাজ্যে শব্দ বাজি বন্ধ হওয়ার পর থেকে বাজির প্রতি আকর্ষণ সাধারণ মানুষের কমতির দিকে গেলেও সম্প্রতি বিগত বছর থেকে ফের বাজি বাজারে ধীরে ধীরে স্বমহিমাতে ফিরে আসছে কালীপুজার বাজি প্রিয় বাঙালি। চলতি বছরে রাজ্যে বাজির উর্ধ্বসীমা ৬৮ থেকে বেরিয়ে ১২৫ ডেসিবেল করার সরকারি সিদ্ধান্তে

খুশি রাজ্যবাসী। সরকারের এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশি বাজি ব্যবসায়ীরাও। হাওড়ার বেলুড় এলাকার ১৬/১ প্যারে মোহন মুখার্জি স্ট্রিটের বাড়ি যা বিখ্যাত 'বুড়িমা'- র বাজির অফিস নামে। এখান থেকে বাজি পৌঁছে যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত তথা গোটা দেশে। বাঙালির এই বাজি প্রতিষ্ঠান ১৯৭২ সাল থেকে আজও সমানতালে টেক্কা দিচ্ছে শিবকাশী, কক প্রভৃতি নামি বাজির প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। অতীতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে এক সহায় সম্বলহীন উদ্যমী বিধবা মহিলা অন্নপূর্ণা দাস-র অদম্য জেদ ও দূরদৃষ্টিতে তৈরি ছোট্ট প্রতিষ্ঠান পরিণত হয়েছে মহিরুহে। 'অন্নপূর্ণা দাস' থেকে নিজের অজান্তেই 'বুড়িমা' হয়ে ওঠার গল্পগাথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক বাঙালি মহিলার উত্থানগাথা।

'বুড়িমা'-র চতুর্থ প্রজন্ম ও এই সংস্থার অংশীদার সমীর দাস বলেন, 'বাঙালির সঙ্গে বুড়িমার এক অনন্য সম্বন্ধ আছে। বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে বুড়িমার বাজি বেশি চলে। এই বাজি ব্যবসা ১৯৭২ সাল থেকে শুরু হয়। আমি চতুর্থ প্রজন্ম যে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। এই বছর সরকারের পক্ষ থেকে সদর্থক ভূমিকা পেয়েছি। যদিও অনেক দেরিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তবু সামনের বছর থেকে আমরাও বাজিতে আরো নতুনত্ব আনতে পারব। আমাদের অনেক আকাশ বাজি রয়েছে যেগুলো আকাশে গিয়ে ফাটে, সেক্ষেত্রে অন্যান্য বাজির তুলনাতে আওয়াজ বেশি হয়। এর আগে সেগুলো আমরা এই রাজ্যে বিক্রি করতে পারতাম না। এই বছর ১২৫ ডেসিবেল হওয়ায় আমরা বিক্রি করতে পারব।'

সমীর আরও বলেন, 'চারিদিকে নিয়ম, সুরক্ষা ব্যবস্থা মেনে বাজি বাজার হচ্ছে, এতে ক্রেতারা একই স্থানে দরদাম করে বাজি কিনতে পারছে। আগে এই ব্যবসা অসংগঠিত ক্ষেত্র ছিল, সরকার ধীরে ধীরে একে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়ে আসছে। সিঙ্গেল ইউন্ডো ব্যবস্থায় লাইসেন্স সহ অন্যান্য সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এতে এই ব্যবসার উন্নতি হচ্ছে। আর এই ক্ষেত্রে সকলের উন্নতি হলে আমাদেরও উন্নতি হবে।' অতীতে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে রাস্তায় উচ্ছে, ঝিঙে, পটল, মুলো বিক্রি বা নির্দ্বিধায় দিনমজুরিতে বিড়ি বাঁধাইয়ের কাজও করে ওঠা অন্নপূর্ণা দাস-র কঠিন আত্মত্যাগ ও পরিশ্রমে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠান বর্তমান প্রজন্মের কাছেও হরেক রকমের রঙিন পরিবেশবান্ধব বাজির প্রতীক রূপে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

মুখ্যমন্ত্রীর 'তিন গাড়ির কনভয়' দাবিতে কটাক্ষ

মিথ্যা কথা বলারও একটা সীমা থাকে: শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক ভাষণকে 'মিথ্যা ভাষণ' বলে কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় দুটি ভিডিও পোস্ট করেন তিনি; একটিতে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের নির্দিষ্ট অংশ, আর অন্যটিতে সেই বক্তব্যের 'মিথ্যাচার' প্রমাণস্বরূপ ফুটেজ।

শুভেন্দু লেখেন, মিথ্যা কথা বলারও একটা সীমা থাকে!!! উনি নাকি তিনটা গাড়ির কনভয় নিয়ে চলেন! নেহাত কলিযুগ নয়তো। তিনি তীব্র ব্যঙ্গ করে বলেন, নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ-বিধায়কদের উপর হামলার দিন বলছিলেন, বিজেপি প্রতিনিধিদের গাড়ির কনভয়ের চাপে নাকি রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওনার আমলের রাস্তার

মানের ব্যাপারে উনি বেশ নিশ্চিত, কারণ কাটমানি নেওয়ার পর কী রকম রাস্তা নির্মাণ হয় রাজ্যে, সে ব্যাপারে উনি অবগত। শুভেন্দু আরও যোগ করেন, কিন্তু উনি নাকি সেই কারণে মাত্র তিনটা গাড়ির কনভয় নিয়ে ঘোরা ফেরা করেন; এটা শুনলে কাক-পক্ষীতেও হাসবে। বিরোধী নেতার এই মন্তব্যে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক ছড়িয়েছে।

সম্পাদকীয়

পেশাদার দুনিয়ায় মূল্য হারাচ্ছে একাধিক ডিগ্রি ! হার্ভার্ডের গবেষণায় অশনি সঙ্কেত

সময়ের সঙ্গে আসছে প্রযুক্তি। প্রযুক্তির হাত ধরে বদলাচ্ছে দুনিয়া। বদলাচ্ছে বাজার। এআইয়ের আগমন বদলে দিতে চলেছে পেশাদার জগত। বিদায় নেবে অনেক পেশা। অনেকদিন ধরেই এমন আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশেষজ্ঞরা। কাজ হারাতে পারেন কোটি কোটি মানুষ। সেই আশঙ্কাকে আরও এক ধাপ বাড়িয়ে এবার সামনে এল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা। সেখানে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-সহ আরও অনেক বিষয়ের ওপর ডিগ্রির আগামীদিনে পেশাদার জগতে আর কোনও মূল্যই থাকবে না। মিলবে না কাজ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অর্থনীতিবিদ ডেভিড জে. ডেমিং এবং কাদিম নোরের একটি গবেষণা সম্প্রতি সামনে এসেছে। যা নিয়ে হইচই। গবেষণা বলছে, নতুন বিশ্বে নতুন আঙ্গিকে এমন বেশ কয়েকটি ডিগ্রি রয়েছে যেগুলির মূল্য দিন দিন কমেই চলেছে। আগামীতে বিষয়গুলির কোনও বাজার থাকবে না। এখন কোন বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা করা উচিত তা নিয়ে ভাবার সময় এসে গিয়েছে। বর্তমানে ভারত-সহ গোটা বিশ্বে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও যে বড় পরিবর্তন শুরু হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে মূলত কম্পিউটার সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু প্রচলিত বিষয়ের ওপর ডিগ্রির গুরুত্ব ও চাকরির সুযোগ কমছে। যার প্রভাব পড়ছে ওই ডিগ্রিধারীদের পেশাদার জীবনেও। গোটা সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বাড়ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার। এই প্রসঙ্গে তাঁরা বেশ কতগুলি বিষয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে, কমপিউটার সায়েন্স, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এমবিএ, অ্যাকাউন্টিং, মনোবিজ্ঞান, বায়োকেমিস্ট্রি ও ইংরাজি ভাষা, ইতিহাস, দর্শনের মতো কলা বিভাগের কিছু ডিগ্রি। তাহলে এখন ওপায়? গবেষকরা বলছেন, ডিগ্রি বা বিষয়বস্তুকে একমুখী করা যাবে না। যে কোনও একটি বিষয় নির্বাচন করার বদলে হাইব্রিড মোডে পড়ার দিকে ঝুঁকতে হবে। যেখানে সৃজনশীলতার পাশাপাশি সামাজিক বুদ্ধিমত্তা, প্রযুক্তিগত দক্ষতার ছাপ থাকবে। এই তিন ফ্যাক্টরকে এক ছাতার তলায় আনে এমন ডিগ্রিই বেছে নিতে হবে। এটাই সময়ের চাহিদা।

শব্দবাণ-৪১৭

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. হারাবংশী বীর হামুকে নিয়ে রবীন্দ্র-কবিতা ৩. পৃথিবী ৬. রাজা ও তাঁর পত্নী ৭. কবরডাঙা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কুলজাতীয় কাবুলি ফলবিশেষ ২. শ্রীচৈতন্যদেব ৪. যে উন্নতির জন্য পরিবর্তন চায় ৫. সমুদ্র।

সমাধান: শব্দবাণ-৪১৬

পাশাপাশি: ১. খোচর ২. জগাতি ৫. অমর্ত্য ৮. মিডিয়া ৯. ফটক।

উপর-নীচ: ১. খোয়াব ৩. তিলকা ৪. গুমর ৬. সেলামি ৭. বাহুক।

জন্মদিন

আজকের দিন

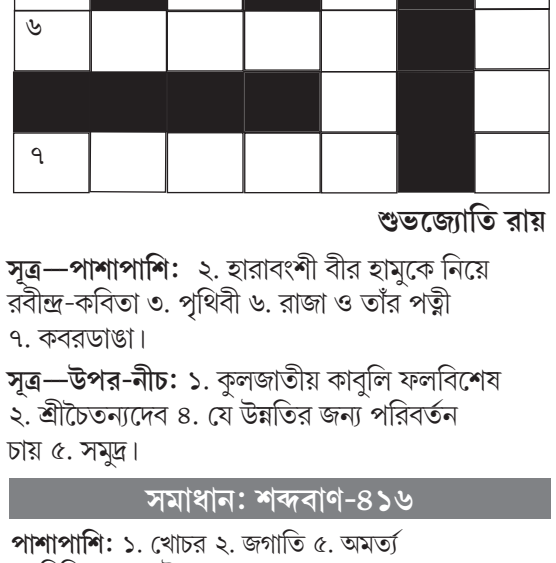

মাতঙ্গিনী হাজরা

১৮৭০ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মদিন।
১৯২৪ বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মদিন।
১৯৫৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সানি দেওলের জন্মদিন।

কলকাতার ডাকাত কালী

নির্মল বিশ্বাস

ছোটবেলায় ঠাকুরমা এবং দিদিমার মুখে অনেক ডাকাতের গল্প শুনেছি। যখন ডাকাতদের গল্প বলতেন খুব মন দিয়ে শুনতাম। তাঁদের ভীষণ দর্শন দেখতে ছিল----তাঁদের মাথায় থাকত একরাশ ঝাঁকড়া চুল, আর কানে গোজা থাকত রাঙা জবা। অনেকটা দেখতে দৈত্যাকৃতের মত। যখন তাঁরা ডাকাতি করতে গ্রামে ঢুকতেন, মুখে বিভিন্ন ধরনের শব্দ বা হা-রে-রে-রে ধ্বনি করতেন। এমন আরও বহু কিছু জানতে পারি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কালাদিঘি' ছোট গল্প থেকেও। আমারা অনেকেই সেই ছেলেবেলায় কম বেশি ডাকাতের গল্প পড়েছি বা শুনেছি। সেসব গল্প থেকেও ডাকাতরা নরবলির দিতেন সে কথাও শোনা যায়।

আজ থেকে চার-পাঁচশো আগে কিংবা তারও কিছু বছর পূর্বে কলকাতা সহ এই বাংলার মাটিতে বাস্তবিক অনেক দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডাকাতদের রাজত্ব ছিল। সেই সব ডাকাতদের অনেকেই কালী সাধনা ও পুজো করতেন। কোনও কোনও ডাকাত আবার সাধক হয়ে কালী সাধনা করেছেন। সেই সব ডাকাত কালী পুজো নিয়ে মিথ হয়ে আছে বহু কাহিনি।

প্রাচীনকাল থেকেই অবিভক্ত দুই বাংলাতে ডাকাতির সঙ্গে মা কালী পুজো এবং তন্ত্র সাধনার এক সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে সেই আদিকাল থেকেই। ডাকাতেরা ডাকাতি করতে যাওয়ার পূর্বে মা কালীর সাধনা ও পুজো করতেন। তাঁরা মায়ের রাঙা চরণের সিঁদুর ছুঁইয়ে কপালে সিঁদুরের তিলক কেটে ডাকাতি করতে বেরতেন। তাঁদের পুজোর ধরণই ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, তাঁদের রীতিনীতিও ছিল নানান তাৎপর্যপূর্ণ। যা অনেক কিছুই আজও ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। এছাড়া অধিকাংশই কাহিনি জনশ্রুতি হয়ে রয়েছে। এমন কী বাংলার বুকে বহু পীঠস্থান নির্মাণের নেপথ্যেও রয়ে গেছেন সেকালের দুর্ধর্ষ বিখ্যাত কোনও না কোনও ডাকাত। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে এই বাংলার বুকে প্রথম কালীপুজোর সূচনাও ঘটেছিল এই ডাকাতদের হাত ধরেই। যা অধিকাংশ ডাকাত কালী নামেই খ্যাত। আমরা এখানে সেরকম কয়েকটি কলকাতা কেন্দ্রিক ডাকাত কালী মন্দিরের অজানা ইতিহাস এবং তাঁদের পুজোর রীতিনীতি আজ এই নিবন্ধ বর্ণনা করছি।

কলকাতা চিৎপুরের চিতু বা চিত্তেশ্বরী দেবী

এই দেবী কিন্তু মা কালী নন, ইনি এখানে মা দেবী দুর্গা। ডাকাতদের দেবী। এই দেবীকে আরাধনা করতেন চিতু বা চিত্তেশ্বর রায়। চিত্তেশ্বর থেকেই মা চিত্তেশ্বরী। ডাকাতি করতে যাওয়ার পূর্বে চিতু ডাকাত ষোড়শোপচারে এই দেবীকে পুজো করতেন। আদি চিত্তেশ্বরী বলার কারণ হিসেবে জানা যায়, আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছরের পূর্বে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা ও মন্দির গড়া হয়েছিল। আর এই দেবীর নামানুসারে এই স্থানটির নাম হয় চিৎপুর। আবার অনেকে মনে করেন, চিতু ডাকাতের এলাকা বলেই হয়তো এলাকার নাম চিৎপুর হয়ে থাকতে পারে।

এখানকার চিত্তেশ্বরী দেবীর গায়ের রং হরিদ্রাভ। তবে একথা শোনা যায়, একদা গঙ্গায় ভেসে আসা নিম কাঠ দিয়েই দেবীর মূর্তি নির্মিত হয়েছিল চিতু ডাকাতের স্বপ্নাদেশ অনুসারে। তবে এই দেবী সিংহবাহিনী। এই দেবীর বিগ্রহের সঙ্গে রয়েছে একটি বাঘের মূর্তিও। যা সুন্দরবনের দক্ষিণ রায়ের প্রতিভূ।

তৎকালীন কলকাতার কাশীপুর অঞ্চল এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলগুলিও ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, হয়তো সেসময় খুবই বাঘের উপদ্রব ছিল। তাই বাঘকে সন্তুষ্ট করতে ডাকাতরা চিত্তেশ্বরী দেবীর সঙ্গে বাঘকেও পুজো করতেন। অনেক আগে থেকেই এই মন্দিরে নিয়মিত নরবলি দেওয়া প্রথা ছিল। রেভারেন্ড লং সাহেব তার 'কলকাতা বর্ণনায়' পাওয়া যায়, 'চিতু ডাকাত বা চিত্তেশ্বরী দেবী কাছে সর্বাধিক নরাবলি দেওয়া হতো।' আজও দুর্গা পুজোর সময়ে চিত্তেশ্বরী দেবী পুজো হয়। শোনা যায়, এক সময়ে নরবলির কারণে এই দেবী কালী হিসেবেও বিখ্যাত হয়ে আছেন। এই দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশেরা কেউই থাকেন না। উগ্রাচণ্ডা দেবী রূপেই ডাকাতদের পুজিতা হন এই দেবী। তবে এখানে ইনি সকলের মা।

আজও চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দিরে সন্ধ্যা আরতি দেখতে বহু মানুষ এখানে আসেন। চিতু ডাকাতের মৃত্যুর পর তৎকালীন জমিদার মনোহর ঘোষ ও নৃসিংহ ব্রহ্মচারী এই মন্দিরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তৎকালীন হালিশহরের জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরীর বংশধর কাশীশ্বরী রায়চৌধুরী ও ইন্দ্র রায়চৌধুরী এই মন্দিরের সেবায়েত ছিলেন।

আলিপুর চেতলা ডাকাত কালী

দুর্গাপুর ব্রিজ পেরিয়ে গেলেই চেতলা বাজার অঞ্চলের ভেতরে চেতলা রোডের পাশেই প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পুজিতা হয়ে থাকেন ডাকাত কালী। এখানকার দেবীর হাত ও পা এত ভারী যে শিকল দিয়ে বাঁধা থাকেন। দেবীর উচ্চতাও অনেক। এখানে দেবী অসুর মুন্ডের উপর দেবী শিব সহ আসীন। বর্তমানে দেবীর মন্দির চত্বর বাঁধানো হয়েছে নতুন করে। এলাকার দরিদ্র শিশুরা খেলে বেড়ায় উগ্রাচণ্ডা মায়ের নাট মন্দিরে। নীলু ও ভুলু নামে দু'জন ডাকাতের নাম জড়িয়ে আছে এই ডাকাত কালী মন্দিরের ইতিহাসের সঙ্গে। আবার মতভেদও শোনা যায়, কোনও এক সময় তারকেশ্বর যাওয়ার সময় পথে মা সারদা দেবীকে নীলু আর ভুলু নামে দুই ডাকাত আক্রমণ করেন এবং মাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখেন তাঁদের ডাকাতের আখড়ায়। পরে নীলু আর ভুলু লক্ষ্য করে দেখেন যে, মা সারদার জায়গায় বাঁধা অবস্থায় রয়েছেন স্বয়ং মা কালী। এ ঘটনার পর মাকে বন্দিমুক্ত করে দেন। এরপর নীলু আর ভুলু এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলে শোনা যায়। তবে এই দেবীর রূপ দেখলেই গা ছমছম করে উঠবেই।

মনোহর ডাকাতের ছানা কালী

অত্যাধুনিক শহর অঞ্চলের দক্ষিণ কলকাতা। এখানকার পূর্ণদাস রোডে অবস্থিত এই মনোহর ডাকাতের কালী মন্দির। যে রাস্তার নাম পূর্বে ছিল মনোহর পুকুর রোড। অতীত ইতিহাস থেকে জানা যায়, মনোহর বাগদি ওরফে মনোহর ডাকাত। এই মনোহর ডাকাত ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার একদা ত্রাস। তখন নবাবী আমল। সবে পলাশী যুদ্ধ শেষ হয়েছে। তখন কলকাতার অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এর পাশে থেকে বয়ে গিয়েছে আদি গঙ্গা। সে সময় কলকাতার এই অঞ্চলে ছিল বাঘের ভয় আর সাপের উপদ্রব। তার উপর রয়েছে মনোহর ডাকাতের হুজ্জতি। তখনকার সময় দর্শনার্থীরা কালীঘাট মন্দিরে যেতেন এই পথেই। আবার সন্ধ্যার আঁধার নামার আগেই ফিরতেন এই পথেই। কেউ দেরি করে ফিরলে তাঁরা মনোহর ডাকাত দলের কবলে পড়তেন। বিশেষ করে ধনী ব্যক্তিদের টাকা-পয়সা লুঠ করে নিতেন মনোহর ডাকাতের দল।

এই মনোহর ছিলেন অকৃতদার। এক বয়স্কা বৃদ্ধা পিসির সঙ্গে মনোহর ডাকাত থাকতেন এখানেই। সঙ্গে থাকতেন তাঁর ডাকাতের দলবলও। নরবলির জন্য মনোহর ডাকাত বেছে নিতেন সমাজের সেই সব ধনী ব্যক্তিদের যাঁরা এক সময় গরিবের রক্ত শোষণ করেতেন। আজ যে মন্দিরটি রয়েছে তখন অবশ্য এই মন্দির গড়ে ওঠেনি। তখন এখানে পুরো অঞ্চলটি ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বাইরের দিকে যে ছোট লাল শিব মন্দিরটি এখন রয়েছে, ওই স্থানেই একদা কষ্টি পাথরের কালী মায়ের মূর্তি পুজো করতেন মনোহর। সেদিনের মনোহরের পূজিতা হতেন যে দেবী। সেই মূর্তিই আজও মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী।

মনোহর ডাকাতি করতে যাওয়ার পূর্বে মায়ের কষ্টি পাথরের মূর্তিটি পাশে ছিল এক পাতকুয়া। সেই পাতকুয়ার ভেতরে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে ডাকাতি করতে যেতেন মনোহর। আবার ফিরে এসে মাকে তুলে এনে মন্দিরে বসিয়ে পুজো করতেন তিনি। এই ভাবেই এক সময় তাঁর আর তোলা হলো না ওই ছানা কালী মূর্তিকে। কারণ, ডাকাতি করতে গিয়ে হয়তো তিনি মারা গিয়ে থাকবেন নতুবা কোনও কারণে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন মনোহর ডাকাত। এর সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

এরপর একসময় কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক এক ব্যক্তি স্বপ্নাদেশ পান ছানা কালীর। স্বপ্নাদেশে মা তাঁকে বলেছেন, 'আমি পাতকুয়াতে আটকে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার কর। আমার নিত্য পুজো হচ্ছে না। ওই নির্দিষ্ট মন্দিরেই আমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তুমিই নিত্য পুজো করবে। কামাখ্যাচরণ সেই পরিত্যক্ত কুয়োতে গিয়ে দেখেন, সত্যি সত্যিই দড়ি বাঁধা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে মাতৃমূর্তি। তিনিই ওই মন্দিরেই কষ্টি পাথরের মূর্তিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্য পুজো শুরু করেন। কামাখ্যা চরণ আসলে ছানা কালীর প্রকৃত সাধক ছিলেন না। ছিলেন মনোহর ডাকাত। তাই আজও মনোহর ডাকাতের নামেই মন্দিরের নামকরণ করা হয়েছে।

'ছানা কালী' কেন বলা হয়? 'ছানা কালী' নামের অর্থ হলো — মা কালী ছানা খেতে খুব ভালো বাসতেন ? তা কিন্তু নয়। আসলে কারণটি হলো কষ্টি পাথরের এটি ছোট মাপের কালী। তাই সকলে 'ছানা কালী' বলতেন। তবে ছোট মাপের কালী হলেও তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দোর্দণ্ড প্রতাপ মনোহর ডাকাতের নাম। আজও আধুনিক ঝাঁ চকচকে কলকাতার বুকে অজস্র জবাফুল গাছের জঙ্গলে ঘেরা এই ছানা কালীর মন্দির। মন্দিরের পরিবেশ এতটাই শান্ত যে, কান পাতলেই হয়তো আজও শোনা যাবে মনোহর ডাকাতের — হা রে রে সেই ভয়ার্ত হুংকার ধ্বনি।

রসা ডাকাতের রসা কালী

কলকাতার নাগালের মধ্যে কুঁদঘাট অঞ্চল সকলের পরিচিত। এই কুঁদঘাটের ম্যুর এভিনিউতে আজও বেশ ঘটা করে পুজো হয় রসা কালীর। একদা রসা ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত রসা কালী মন্দির। রসা ডাকাত মা কালীর সাধক ছিলেন বলেই হয়তো অনেকে তাঁকে 'পাগল ছেলে' বলতেন। রসা ডাকাতের ডেরা ছিল আদি গঙ্গার কোনও এক গোপন স্থানে। ওখানে প্রথমে গড়ে উঠেছিল একটি ক্লাব সংগঠন। ওই সংগঠনের নাম 'রসা শক্তি সেবক সংঘ'। রসা ডাকাতের নামে রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে — 'রসা রোড'। ভীষণ দর্শনা এই কালী। এই কালী দর্শন করলে এখনও সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তবে আজকাল এই মন্দিরের পুজো বারোয়ারি পুজোতে পরিণত হয়েছে। খুবই জাঁকজমক করে পুজো হয়। এখন মন্ত্রী থেকে ফ্লিম স্টারদের এনে এই পুজোর উদ্বোধন করানো হয়েছে অনেকবার। রসা ডাকাতের এই বরাভয় শ্মশান কালীকে দেখলেই এমনিতেই সকলের মনে ভক্তিভাব জাগবেই।

কলকাতা চিৎপুরের চিতু বা চিত্তেশ্বরী দেবী

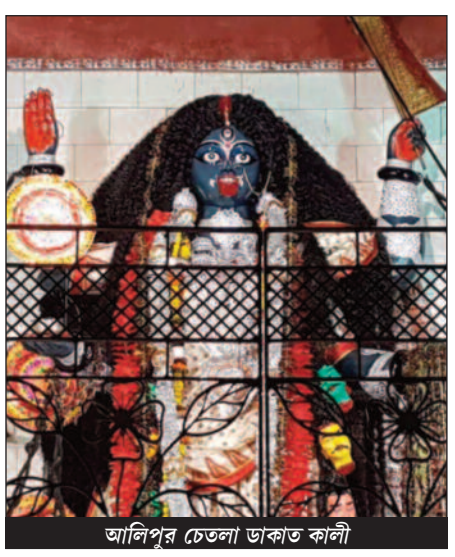

আলিপুর চেতলা ডাকাত কালী

মনোহর ডাকাতের ছানা কালী

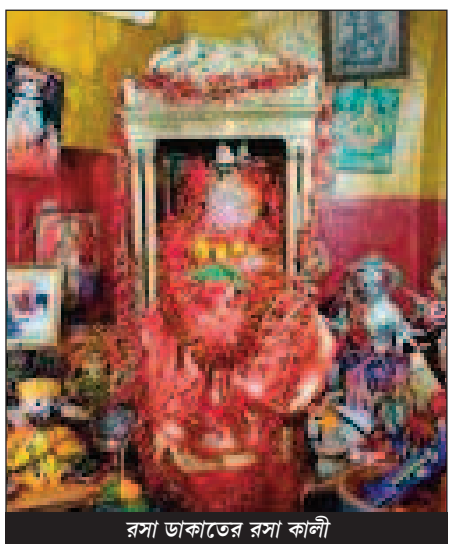

রসা ডাকাতের রসা কালী

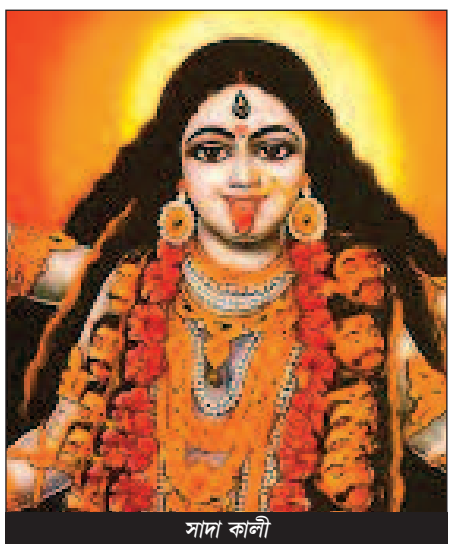

সাদা কালী

এরা ডাকাত নয়, এরা গুণ্ডা ও মস্তান নামে পরিচিত

আবারও আমরা দেখত পাই উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতার ডাকাতরা অবলুপ্তি হয়ে গেলেও, আরও এক ধরণের গুণ্ডা ও মস্তানদের আবির্ভাব ঘটেছিল এক কলকাতার বুকেতেই। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মা কালীর পুজোগুলি আজও হচ্ছে। এই কালী পুজোর মধ্য দিয়ে চিহ্নিত হয়ে আছেন তাঁরা। যেমন, সে সময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা কি কম বীরত্বের কথা ? তিনি আজও গোপাল পাঁঠা নামে খ্যাত হয়ে আছেন।

আবার মধ্য কলকাতার মুষ্টির জোর আর চাকুর আঘাতে ফুটিফাঁটা কৃষ্ণপদ ঘোষ ওরফে 'ফাটাকেষ্ট' নামে সর্বাধিক পরিচিত। আজও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মা কালীর পুজো হয়। তেমনই রাসবিহারী অঞ্চলের বিখ্যাত মস্তান-এর নাম নীরোদ চ্যাট্যার্জী ওরফে চিনার তাঁর প্রতিষ্ঠিত মা কালী পুজো আজও হয়ে আসছে।

আরও একজন হলেন, ক্রিক রো-এর হাম্বার মোটর বাইক চালক ভানু বোস-এর তাঁরও প্রতিষ্ঠিত মা কালীর পুজো আজও বিখ্যাত। এবং বেহালা অঞ্চলের অজন্তার শঙ্কর পাইকের সাদা মা কালী পুজো এক সময় রমরমা ছিল। আজও পুজো হচ্ছে সেখানে।

যে নামগুলো আজ এখানে উচ্চারণ করলাম তাঁদের জমানা শেষ হয়েছে অনেক আগেই। তবুও বলবো আজও এই মহান ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত মা কালী পুজোগুলি খুবই জাঁকজমকপূর্ণ রয়ে গেছে এই কলকাতারই বুকে।

আনন্দকথা

''রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে-ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল। যদি বেকারের রোগী আরাম করতে চাও, ঘর থেকে ঠাঁই নাড়া করতে হবে। সংসারী জীব বিকারের রোগী; বিষয় — জলের জালা; বিষয়ভোগতৃষ্ণা — জলতৃষ্ণা। আচার তেঁতুল মনে করলেই মুখে জল সরে, কাছে আনতে হয় না; এরূপ জিনিসও ঘরে রয়েছে; যোষিৎসঙ্গ। তাই নির্জনে চিকিৎসা দরকার।

''বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার-সমুদ্রে কামক্রোধাদি কুমির আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমিরের ভয় থাকে না। বিবেক-বৈরাগ্য — হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য; দুদিনের জন্য। এইটি বোধ আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান — ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান ছিল। একটা গান শোন ঃ

(আর উপর — ঈশ্বরে অনুরাগ — যোগীদের মতো টান বা স্নেহ)

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কালীপুজোর উদ্বোধনে রাজ্যকে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: শনিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বরে শ্যামাপূজার উদ্বোধনে এলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন পাণ্ডবেশ্বরের ডালুরবাঁধে অটলবিহারী বাজপেয়ী স্মৃতিরক্ষা কমিটির শ্যামাপুজোর ফিতে কেটে পুজোর উদ্বোধন করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তবে পুজোর উদ্বোধনে এসেও রাজ্যের শাসক দলকে তুলোধোনা করতে ছাড়লেন না বিরোধী দলনেতা। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে রাজ্যের শাসক দলকে কড়া ভাষায় তোপ দাগলেন তিনি। রাজ্যে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনা থেকে শুরু করে রাজ্যের আইনব্যবস্থা নিয়েও সরব হন বিরোধী দলনেতা। দুর্গাপুরে ঘটে যাওয়া নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের রাতে বেরোতে নিষেধ করেছেন, তা হলে মহিলারা রাত জেগে কালীপুজোও করতে পারবেন না!' পাশাপাশি তিনি বলেন, 'সাধারণত অতিথিদের আমরা নারায়ণ বলে মনে করি, তাই বলা হয় অতিথি সেবা নারায়ণ সেবার সমান। কিন্তু ভিন রাজ্যের একটা মেয়ে আমাদের রাজ্যে ডাক্তারি পড়তে এসে যখন ধর্ষিতা হন, সেই সময় আমাদের রাজ্যের সরকার ও প্রশাসন তাকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। এটা পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে আমাদের কাছে লজ্জার' বলে জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পার্থ ভৌমিককে আক্রমণ শান্তনু ঠাকুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: মেজাজ দেওয়া সহজ যদি বাস করতে হত তা হলে ঠ্যাং পিটিয়ে ভেঙে দিত লোক পার্থ ভৌমিককে এই ভাষায় আক্রমণ শান্তনু ঠাকুরের। আবারও এসআইআর হলে এক কোটি কুড়ি লক্ষ ভোট বাদ যাবে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বিজেপি ১৬০ এর বেশি আসন নিয়ে ২০২৬ সালে ক্ষমতায় আসবে বলেন তিনি বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে বিজেপি নেতাদের বেঁধে রাখবেন পার্থ ভৌমিকের বক্তব্য নিয়ে শান্তনু বলেছেন অন্য গড়ে গিয়ে মেজাজ দেওয়া সহজ যদি বাস করতে হত তা হলে ঠ্যাং পিটিয়ে ভেঙে দিত লোক। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ২ নম্বর মণ্ডল বিজেপির উদ্যোগে হেলেঞ্চা বাজারে একটি লজে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল শুক্রবার। এই বিজয় সম্মেলনকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ প্রাক্তন জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল-সহ বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবারও কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন এস আই আর হলে এক কোটি কুড়ি লক্ষ ভোট বাদ যাবে। আগে তার বক্তব্য নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধিতা করেছেন সে বিষয়ে তিনি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর পদে থেকে এই বিষয়ে তার এত গাত্রদহ কেন ? এস আই আর হলে ১৬০ সিটের বেশি আসনে জিতে বিজেপি ২০২৬ সালে সরকারে আসবে এবং উত্তর চব্বিশ পরগনায় বাগদা বনগাঁ উত্তর বনগা দক্ষিণ গাইঘাটা এই সিট গুলি আসনে বিজেপি জয়ী হবে এই বিষয়ে তৃণমূলকে তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এবং তিনি ডাক দিয়েছেন বাগদা থেকে তৃণমূল নিপাত যাক। পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেছেন তিনি ঠিকই বলেছেন এবং বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে বিজেপি নেতাদের বেঁধে রাখবেন পার্থ ভৌমিকের বক্তব্য নিয়ে শান্তনু বলেছেন নিজের গড় থেকে অন্য গড়ে গিয়ে মেজাজ দেওয়া সহজ যদি বাস করতে হত তাহলে ঠ্যাং পিটিয়ে ভেঙে দিত লোক ১৬০ আসনের বেশি পেয়ে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে এই প্রসঙ্গে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস এই স্বপ্ন দূর স্বপ্ন এবার বিরোধীদলের তকমা হারাবে বিজেপি। কর্মীদের চাঙ্গা করতে এই সমস্ত বলছে।

মতুয়াদের বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: আউশগ্রাম, ভাতার এবং মঙ্গলকোট বিধানসভার মতুয়া ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে বেশ কয়েক বছর আগে গঠিত হয় মতুয়া মহাসংঘ গুসকরা আঞ্চলিক কমিটি। শনিবার সেই গুসকরা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে গুসকরার একটি অনুষ্ঠান ভবনে আয়োজন করা হয় বিজয়ের সম্মিলনীর। এদিন অনুষ্ঠানে অতিথি আসনে সিংহভাগই জুড়ে ছিল তৃণমূল নেতা-মন্ত্রী। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি মতুয়া ভোটব্যাঙ্কই পাখির চোখ তৃণমূল নেতৃত্বের? ওয়াকিবহাল মহল বলছে, এসআইআর আবহে মতুয়া ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসাতে চাইছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

এদিনের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমানের জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, আউশগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার, গুসকরা পুরসভার পুরপ্রধান কুশল মুখার্জি, শহর তৃণমূলের সভানেত্রী মল্লিকা চোংদার, ব্লক সভাপতি শান্তাপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মতুয়া সংঘের গুসকরা আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি সুপ্রভাত গায়েন-সহ অন্যান্যরা। সভাপতি সুপ্রভাত গায়েন বলেন, 'মতুয়া মহাসংঘের উদ্যোগে এই বিজয়া সম্মিলনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল মতুয়াদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, যাতে মতুয়া সম্প্রদায়ের সকলকে নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেওয়া হয়।'

ইসিএলের কন্টিনিউয়াস মাইন্স প্রজেক্টে ক্ষোভ আদিবাসী সম্প্রদায়ের একাংশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: কন্টিনিউয়াস মাইন্স গড়ে ওঠার খবর পেয়ে শনিবার এজেন্ট কার্যালয়ে এজেন্টকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভে শামিল হলেন আদিবাসী জনজাতি সম্প্রদায়ের সদস্যরা। তাঁরা এদিন পুলিশ-প্রশাসন ও ইসিএলের নিরাপত্তারক্ষীদের সামনেই এজেন্টকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভের পর পুলিশি হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

জানা গিয়েছে, ইসিএলের কুনুস্তরিয়া এরিয়ার রানিগঞ্জ ব্লকের আমড়াসোতা গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত বাঁশড়া অঞ্চলে ইতিমধ্যেই কয়লা খনি কর্তৃপক্ষ বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে খোলামুখ খনি অর্থাৎ ওপেন কাস্ট প্রজেক্ট করার পর কয়লা উত্তোলন করেছে এবং সেই সকল বন্ধ থাকা খোলামুখ খনি এলাকা পুনরায় সঠিক ভাবে ভরাট না-হওয়ায় এমনিতেই দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তার পর ফের কয়লা খনি কর্তৃপক্ষ কন্টিনিউয়াস মাইন্স গড়ে তুলতে চলেছে, একথা জানতে পেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সকলে। এই বিষয়ে প্রায় একমাস আগেই কয়লা খনি কর্তৃপক্ষকে লিখিত আপত্তির কথা জানিয়েছে আদিবাসী জনজাতি সম্প্রদায়ের সংগঠন বাঁশড়া আতো যোলআনা কমিটি। পরিবেশের ওপর এর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে বলে দাবি করে তাদের এলাকায় যাতে কন্টিনিউয়াস মাইন্স না-হয়, সেই দাবি জানিয়েছে তারা। পঞ্চায়েতের তরফেও খনি কর্তৃপক্ষ ও এজেন্টকে এব্যাপারে লিখিতভাবে জানানো হয়। যদিও এই বিষয়ে দীর্ঘ দিন কেটে গেলেও কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। সেই বিষয়টি লক্ষ্য করেই এবার বাঁশড়া আতো যোলআনা কমিটি অবিলম্বে এই কন্টিনিউয়াস মাইন্স বন্ধ করার দাবিতে সোচ্চার হয়। এই বিষয়ে এজেন্টের কাছে প্রথমে তারা তাদের দাবি নিয়ে হাজির হলে, তিনি নানা টালবাহানা করতে থাকেন বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে সকল ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা উত্তেজিত হয়ে পড়লে পুলিশ-প্রশাসনের উচ্চ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেন।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাঁরা কখনওই নিজেদের এলাকাকে দূষণের কবলে পড়তে দেবেন না। আর তাঁদের পরিবেশের ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে, তার জন্য তাঁরা সর্বদাই সচেষ্ট। তাই সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে তাঁরা নিজেদের এলাকা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন নুনারাম হাঁসদা, রামচন্দ্র হেমব্রম, মঙ্গল হেমব্রম, সঞ্জয় হেমব্রম, সুজিত হেমব্রম, কান্তি মুর্মু, লদীময় হাঁসদা প্রমুখ।

আত্মরক্ষার জন্য স্কুলব্যাগে অস্ত্র রাখার নিদান বিজেপির চন্দনার, পালটা তির নরেন্দ্রনাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: স্কুলব্যাগে ধারালো অস্ত্র রাখার নিদান দিলেন বিজেপি বিধায়ক। দুর্গাপুরে ধর্ষণ-কাণ্ডে বিচারের দাবিতে বিজেপির ধরনা মঞ্চে উঠে এই মন্তব্য করলেন বাঁকুড়ার শালতোড়ার বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি। শনিবার সিটি সেন্টারে ধরনা আন্দোলনের শেষ দিনে তিনি পড়ুয়াদের উদ্দেশে বলেন, 'আত্মরক্ষার জন্য ব্লেড, ছুরি, ছোট ধারালো অস্ত্র সঙ্গে রাখো।'

'বাংলায় পরিবর্তন আনতে হবে'

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: বাংলায় পরিবর্তন আনতে হবে, অসুরদের বধ করে বাংলার মায়েরাই এই পরিবর্তন আনবেন সিউড়িতে কালীপুজোর উদ্বোধন করে এমন কথায় বললেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। শনিবার সিউড়ি রেডরোজ ক্লাবের ৬৩ তম পুজো উদ্বোধনের পাশাপাশি করিধ্যাতেও শ্যামা পূজার উদ্বোধন করেন তিনি। পুজোর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সজল ঘোষের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা, রাজ্য সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজেপি জেলা সহ-সভাপতি দীপক দাস প্রমুখ।

ওভারটেক করতে গিয়ে ভ্যানে ধাক্কা বাসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান-বোলপুর ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওরগ্রাম সংলগ্ন বড়া চৌমাথা বাসস্ট্যান্ডে বর্ধমান-বোলপুরগামী একটি বাস দ্রুত গতিতে ওভারটেক করতে গিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা মারে একটি মারুতি ভ্যানে। তার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ে একটি দোকানের মধ্যে। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় গাড়ির একাংশ। গাড়ির মধ্যে ছিলেন ভাতারের ওরগ্রাম চতুষ্পালি হাই মাদ্রাসা স্কুলের পাঁচ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয়রা ও ভাতার থানার ওরগ্রাম ক্যাম্পের পুলিশ ও গুসকরা বিট হাউসের পুলিশ তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মারুতি গাড়িটি ঠিক ভাবেই যাচ্ছিল। বাসটি দ্রুতগতিতে ওভারটেক করতে যাওয়ার ফলেই এই দুর্ঘটনা। অভিযোগ, সিউড়ি রোডের বেশিরভাগ বাস নবাবহাট বাসস্ট্যান্ড থেকে দেরি করে ছেড়ে এসে, পথে টাইম মেক-আপ করার জন্য দ্রুত গতিতে চলে। এর ফলে সাধারণ মানুষ থেকে পথচারীকে বলি হতে হচ্ছে। শুক্রবারও দেখা যায়, পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে একটি বাস দ্রুত গতিতে যাওয়ার ফলে একটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। গুরুতর জখম হন বেশ কয়েকজন।

রজত জয়ন্তীতে ২৫ ফুটের মহাকালী!

উৎসবে মাতোয়ারা পূর্ব বর্ধমানের বড় বেলুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রজত জয়ন্তী বর্ষে এক অনন্য উদ্যোগ পূর্ব বর্ধমান জেলার বড় বেলুনে। এই বছর ২৫তম বর্ষে পা দিল বড় বেলুনের শ্যামাপূজা। আর এই বিশেষ পুজো উপলক্ষেই তৈরি হচ্ছে ২৫ ফুট উচ্চতার এক কালীপ্রতিমা। বিশালাকার কালীর রূপ ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকাজুড়ে তুমুল উৎসাহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। পূজা কমিটির সদস্যরা জানান, প্রতিবছরই কিছু না কিছু নতুনত্ব রাখার চেষ্টা করা হয়। তবে এই বছর যেহেতু পূজার রজত জয়ন্তী, তাই বিশেষ কিছু করার ইচ্ছা থেকেই এই বিশালাকৃতির কালীর পরিকল্পনা।

পুজোকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা এখন উৎসবমুখর। মণ্ডপ সাজানো থেকে শুরু করে আলোকসজ্জা- সবেতেই থাকছে রজত জয়ন্তীর ছোঁয়া। শুধু পূজার আয়োজনই নয়, সামাজিক উদ্যোগেও বিশেষ জোর দিয়েছে পূজা কমিটি। কালীপুজোর সঙ্গে মিলিয়ে আয়োজিত হচ্ছে গাছ বিতরণ ও বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি। পাশাপাশি থাকছে রক্তদান শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও শিশুদের জন্য নানা প্রতিযোগিতা।

রাত্রিবেলায় থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পীরাও অংশ নেবেন সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠানে। এলাকাবাসীর মতে, পূজাকে ঘিরে প্রতি বছরই বড় বেলুন হয়ে ওঠে মিলনমেলা। তবে এ বছরের আয়োজন যে আগের সব বছরের তুলনায় অনেক বড় এবং আকর্ষণীয়, তা এখনই স্পষ্ট। রজত জয়ন্তী বর্ষে ২৫ ফুটের শ্যামা যেন বড় বেলুনের গর্ব। পুজোর প্রতিটি দিনে ভক্ত ও দর্শনার্থীর ভিড়ে ভরে উঠবে গোটা এলাকা, এমনই প্রত্যাশা আয়োজকদের।

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank ...भरोसे का प्रतिक ...the name you can BANK upon!

সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার, পো. এবং থানা - বহরমপুর
জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১, www.pnbindia.in

লিজে প্রেমিসেস এর জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক বিজ্ঞাপন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক গ্রাম **হরিসভা, জঙ্গিপুর,** জেলা :মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২১৩ ঠিকানায় ভাড়া /লিজের ভিত্তিতে (কার্পেট এরিয়া ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট আগ্রাধিকার একতলায়) শাখা অফিসের জন্য দুই ডাক ব্যবস্থায় অর্থাৎ টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক অধীনে আগ্রহী প্রেমিসেস মালিকগণের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করছে।
খাম নং ১ : (টেকনিক্যাল বিড) সম্পূর্ণ বিস্তারিত অর্থাৎ বিস্তারিত ঠিকানা, সাইট প্ল্যান, নির্মাণ স্পেসিফিকেশন, কার্পেট এরিয়া, পার্কিং স্পেস এবং মালিকানার প্রমাণ, মোবাইল নং ইত্যাদি সম্বলিত।
খাম নং ২ : (ফিনান্সিয়াল বিড) প্রতি বর্গফুটের আর্থিক দর ইত্যাদি সম্বলিত।
সম্পূর্ণ প্রস্তাব যথাযথভাবে স্বাক্ষর করে পৃথক পৃথক সিলকরা খামে "টেকনিক্যাল বিড" এবং "ফিনান্সিয়াল বিড" শীর্ষাঙ্কিতভাবে সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ উক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ **১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে** পাঠাতে হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও দালালি/কমিশন প্রদান করা হবে না। আমাদের সার্কেল অফিস/বিও জঙ্গিপুর/পিএনবি ওয়েবসাইট (https://pnbindia.in) থেকে টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে। আগ্রহী মালিকগণের অবগতির জন্য লিজ দলিলের নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ক ব্যাঙ্কের খসড়া লিজ দলিলের বয়ান ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

সার্কেল হেড

যূকো বৈংক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা
৫, লালা লাজপৎ রায় সরণি
২য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০
লকার ভেঙে খোলার বিজ্ঞপ্তি

ইউকো ব্যাঙ্ক ব্যবস্থিত সেফ ডিপোজিট লকারস সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত লকার হোল্ডাদের অধীনে, লকার ভাড়া দীর্ঘদিন প্রদান করা হয়নি ফলে জরিমানা বিলম্ব/না আদায় দেওয়ার জন্য অধিক বকেয়া রয়েছে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের প্রতি সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অনাদায়ী ভাড়া প্রদানের জন্য নোটিশ ইস্যু করেছে।

ক্রম নং	শাখার নাম (সোল আইডি)	লকার নং	লকার ভাড়াকারী(গণের) নাম	অধিক বকেয়া পরিমাণ(টাকা জিএসটি ব্যতীত)	বকেয়া হইতে
১.	এলএলআর সরণি শাখা (০২৮৬)	এমএ৬৯৫	উজ্জ্বল কুমার সিং	৬২১৯৮	২৭.০৯.২০১১
২.	এলএলআর সরণি শাখা (০২৮৬)	এইচডি৩৭৯	হীরা গোরী চন্দ্রকান্ত সিং	৫৭৩৬৬	৩১.০৩.২০২১
৩.	এলএলআর সরণি শাখা (০২৮৬)	টিসি০১২	ইরা মজুমদার/কল্যাণ কুমার মজুমদার	৯৭৪৬১	০১.০১.১৯৯৯
৪.	এলএলআর সরণি শাখা (০২৮৬)	টিএ০৭৩	সুনীল কীর্তিলাল শাহ	৪১৯৩১	১৬.১২.২০১৯
৫.	এলএলআর সরণি শাকা (০২৮৬)	ডিবি২২৪	বীণা বেরিয়া	৪২৫৫৭	১৩.০৫.২০২১

লকার হোল্ডারগণের উত্তরদানে অনীহার কারণে ব্যাঙ্ক উল্লিখিত লকারগুলি ২৯.১০.২০২৫ তারিখের পর ভেঙে খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। লকারে, যদি কিছু থাকে, অংশত/সম্পূর্ণ নিলাম করা হবে প্রয়োজন মতো এবং ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি মোতাবেক বকেয়া সমন্বিত হবে। লকারের অবশিষ্ট দ্রব্যাদি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারগণের ঝুঁকি, দায়িত্ব এবং ব্যয়ে ব্যাঙ্ক নিজের হেফাজতে রাখবে। কোনও কারণে লকারে থাকা দ্রব্যাদির দ্বারা ব্যাঙ্কের বকেয়া উশুলে অপর্যাপ্ত হয় তবে লকার হোল্ডারগণ বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। লকার হোল্ডারগণ তাদের লকারগুলি পুনরায় পেতে আগ্রহী হলে, সংশ্লিষ্ট শাখার সঙ্গে ২৮.১০.২০২৫ যোগাযোগ করতে পারেন।

তারিখ : ১৮.১০.২০২৫, স্থান : কলকাতা — ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৬.০৮.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা (১) শ্রী তাপস রঞ্জন মন্ডল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী তুষার রঞ্জন মন্ডল, ৫ ইস্টার্ন পার্ক, ওয়ার্ড নং ১০৪, পো - সন্তোষপুর, থানা - সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৫ **এবং আরও ঠিকানা** - ২৩৭, এনএসসি বোস রোড, পো - নাকতলা, থানা - নেতাজি নগর, কলকাতা - ৭০০০৪৭ **(২) শ্রীমতী প্রিয়াংকা মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী তাপস রঞ্জন মন্ডল, ৫ ইস্টার্ন পার্ক, ওয়ার্ড নং ১০৪, পো - সন্তোষপুর, থানা - সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৫ **এবং আরও ঠিকানা** - ২৩৭, এনএসসি বোস রোড, পো - নাকতলা, থানা - নেতাজি নগর, কলকাতা - ৭০০০৪৭ **সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট রায়নগর বাঁশদ্রোণী শাখা** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৬১,১৩,১৪৩.৫০ টাকা (একষট্টি লাখ তেরো হাজার একশ তেতাল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **৬১,১৩,১৪৩.৫০ টাকা (একষট্টি লাখ তেরো হাজার একশ তেতাল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২ডি পরিমাপ আনুমানিক কার্পেট এরিয়া ১০৬৩ বর্গফুট অর্থাৎ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৫০ বর্গফুট কমবেশি সমুদয় তিনতলা (মার্বেল) ব্লক ডি, উক্ত জি - তলা ভবনে এবং একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১৩৫ কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ কলকাতা পৌর সংস্থা, প্রেমিসেস নং ২৩৭স এনএসসি বোস রোড, পো : নাকতলা, থানা : যাদবপুর (বর্তমানে নেতাজি নগর) ওয়ার্ড নং ১০০, বরো ১০, কলকাতা- ৭০০০৪৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিক্রয় দলিল নং ১২৩৮৮-২০২৪ সালের, **সম্পত্তি তাপস রঞ্জন মন্ডল** এর নামে, রেজিস্টার্ড অফিস -ডিএসআর-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ভল্যুম নং ১৬০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৩৩২৮২৫ থেকে ৩৩২৮৪৭।

তারিখ : ১৫.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১)

সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ইমেল : comurshidrec@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) আবু তাহের শেখ,** পিতা প্রয়াত আখতার শেখ। **খ) বেলডাঙ্গা শাখা (০২৩০২০)।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি প্লট নং আরএস ৫০৭, এলআর ৫০৩, খতিয়ান নং আরএস ৪১১, ৪১৬, এলআর ১৬৬৮, ৩৪৮০, বর্তমান এলআর ৭৪৭৩, জমির শ্রেণি বাড়ি, অবস্থিত মৌজা : সারুলিয়া, জেএল নং ৫৯, তৌজি নং ১৭, থানা : বেলডাঙ্গা,জেলা : মুর্শিদাবাদ, পরিমাপ এরিয়া ৩.৩৩৪ ডেসিমেল, হেবানামা (দান) **দলিল নং ২৩৯১-২০২২** সালের অনুযায়ী, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেলডাঙ্গা, **সম্পত্তি আবু তাহের শেখ** পিতা প্রয়াত আখতার শেখ এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : এজমালি রোড, দক্ষিণে : লে আউট প্লট নং আর পূর্বে : এজমালি রোড এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : লেআউট প্লট নং সি।	ক) ১৪.০৭.২০২৫ খ) ১৮.১০.২০২৫ গ) ৯,৮৩,৮৬৮.৬৯ টাকা (নয় লাখ তিরাশি হাজার আটশ আটষট্টি টাকা এবং উনসত্তর পয়সা) টাকা ৩০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, ব্যয় সহ সহ
২.	**ক) বেনু হোর,** পিতা প্রয়াত সুকুমার হোর, **খ) বেলডাঙ্গা শাখা (০২৩০২০)।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : বেলডাঙ্গা, জেএল নং ৫১, তৌজি নং ১৭, সাবেক দাগ নং ১১৫৯, এলআর প্লট নং ৩৬২৩, এলআর খতিয়ান নং ৭৩৪৮, জমির শ্রেণি : বাড়ি, পরিমাপ এরিয়া ১.৫৯৯ ডেসিমেল, বেলডাঙ্গা পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ১৭০, ওয়ার্ড নং ১০, থানা : বেলডাঙ্গা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পি ন : ৭৪২১৩৩, **বিক্রয় দলিল নং ৯২৮৯ -২০০৭** সালের অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-বেলডাঙ্গা সমীপে, **সম্পত্তি বেনু মাধব হোর ওরফে বেনু হোর,** পিতা প্রয়াত সুকুমার হোর এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে রেনুপদ হোর এর ভবন,দক্ষিণে : রাজেশ গনাই এর ভবন,পূর্বে : তপন হোর এর ভবন, পশ্চিমে: ৬ ফুট সাধারণ চলার পথ।	ক) ১৪.০৭.২০২৫ খ) ১৮.১০.২০২৫ গ) ৫,১৬,০৮২.৯৩ টাকা (পাঁচ লাখ ষোলো হাজার বিরাশি টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা) টাকা ৩০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, ব্যয় সহ সহ
৩.	**ক) মেসার্স রিন্টু হার্ডওয়ার অ্যান্ড সাপ্লাই, স্বত্বাধিকারী -শেখ বাজলুর, শেখ বাজলুর,** পিতা জামালউদ্দিন এবং **জামিনদাতা : মানোরা বিবি ওরফে মানোওয়ার বিবি ওরফে মানওয়ারা বিবি,** স্বামী জামালউদ্দিন শেখ, সুশীল কুমার সিং। **খ) বেলডাঙ্গা শাখা (০২৩০২০)।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি প্লট নং এলআর ১৬৩৫, খতিয়ান নং এলআর ৪৯৩৪, পরিমাপ এরিয়া ০.০৩৫ একর, জমির শ্রেণি -বাড়ি, অবস্থিত মৌজা : ঝুঁকা, জেএল নং ৪৮, থানা : বেলডাঙ্গা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, রেজিস্ট্রিকৃত হেবানামা (দান) **দলিল নং ৬৪২৮ তারিখ ১৫.০৬.১৯৮৯** অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, **সম্পত্তি মানওয়ারা বিবি,** স্বামী জামালউদ্দিন শেখ এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে মহীমা বিবি এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : আনারুল হক এর ভবন, পূর্বে : মহম্মদ আলির ভবন, পশ্চিমে : রোড (এনএইচ ৩৪)।	ক) ১৪.০৭.২০২৫ খ) ১৮.১০.২০২৫ গ) ৩,৫২,০১৪.১৩ টাকা (তিন লাখ বাহান্ন হাজার চোদ্দ টাকা এবং তেরো পয়সা) টাকা ৩০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, ব্যয় সহ সহ
৪.	**ক) মেসার্স সাথী ডেকরেটার্স, স্বত্বাধিকারী : মহম্মদ মাসুদ আলম ওরফে মহ মাসুদ আলম, মহম্মদ মাসুদ আলম ওরফে মহ মাসুদ আলম,** পিতা মহম্মদ মুরসালি শেখ ওরফে মুরসালিম শেখ এবং **জামিনদাতা মুরসালিম শেখ** পিতা প্রয়াত জাফর শেখ। **খ) বেলডাঙ্গা শাখা (০২৩০২০)।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি প্লট নং ২৬৫ পরিমাপ এরিয়া ০.০৭ একর, খতিয়ান নং এলআর ৮২৬, জমির শ্রেণি - ভিটা, অবস্থিত মৌজা -দেবকুন্ড। জেএল নং ৪৯, দেবকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা -বেলডাঙ্গা,জেলা -মুর্শিদাবাদ, **রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং ৭১৯১ তারিখ ২০.০৯.২০১৭** অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেলডাঙ্গা সমীপে, জেলা মুর্শিদাবাদ, সম্পত্তি মহ মাসুম আলম, পিতা মহ মুরসালিম শেখ এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কৌশর আলি এর ভবন, দক্ষিণে : সড়ক,পূর্বে : পুকুর,পশ্চিমে : সাধারণ সড়ক এবং মুস্তাকিম এর ভবন।	ক) ১৪.০৭.২০২৫ খ) ১৮.১০.২০২৫ গ) ৯,৪৬,২৮৬.২৭ টাকা (নয় লাখ ছেচল্লিশ হাজার দুশো ছিয়াশি টাকা এবং সাতাশ পয়সা) টাকা ৩০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, ব্যয় সহ সহ

তারিখ : ১৮.১০.২০২৫
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট-৪(সংযুক্তি-৩)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ,
পিন- ৭৪২ ১০১, ই-মেইল: Z184@indianbank.co.in

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) এর অধীন]
যেহেতু-
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের **অনুমোদিত অফিসার ২১.০৩.২০২০** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা / জামিনদাতা -
১. শ্রী জয়ন্ত ঘোষ (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), পিতা- শ্রী দীপক ঘোষ, গ্রাম ও পোস্ট- দত্তফুলিয়া, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১ ৫০১ পশ্চিমবঙ্গ।
২. শ্রীমতী মৌসুমী ঘোষ (জামিনদার), স্বামী- শ্রী জয়ন্ত ঘোষ, গ্রাম ও পোস্ট- দত্তফুলিয়া, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১ ৫০১, পশ্চিমবঙ্গ।
আমাদের **দত্তফুলিয়া শাখার** সঙ্গে -কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **১৩,৫৭,৬০৯.০০ টাকা** (তেরো লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয়শত নয় টাকা মাত্র) **২০.০৩.২০২০** অনুযায়ী তদুপরি খরচ, চার্জ ও তার উপর অন্যান্য ব্যয় সহ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **১৭ ই অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ।**
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা, বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেনে **৩০,০৬,৭৩৭.০০ টাকা** (তিরিশ লক্ষ ছয় হাজার সাত শত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র) **২১.০৯.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি খরচ, চার্জ ও অন্যান্য ব্যয় সহ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
"আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তকরার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা দত্তফুলিয়া মৌজা, জে.এল. নং ৮৪, খতিয়ান নং এল.আর. ৫০৮/১ ও আর.এস. ২৬৬, বর্তমান খতিয়ান নং ২৪৪৫, প্লট নং ১১৩৮ এর অন্তর্গত, দত্তফুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট- দত্তফুলিয়া, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১ ৫০১, পশ্চিমবঙ্গের অধীন। মোট জমির পরিমাণ ১.০০ ডেসিমেল, শ্রেণী- ভিটি ।
দলিল নং-৪৬০০/২০০৯, তারিখ -০৪.১১.২০০৯, এ.ডি.এস.আর.ও. - রানাঘাট-২, নদীয়া-তে বুক নং ১, ভলিউম ১৪-তে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী জয়ন্ত ঘোষ,** পিতা- শ্রী দীপক ঘোষ-এর নামে রয়েছে।
উক্ত **সম্পত্তির চর্তুসীমা নিম্নরূপ:** উত্তর- মূল রাস্তার দিকে কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ- ভীম চন্দ্র সাধুখাঁর গুদাম, পূর্ব- বিষ্ণুপদ সাধুখাঁর গুদাম, পশ্চিম- মাছ বাজার ও পি.ডব্লিউ.ডি. রোড-এর জমি।

তারিখ: ১৭.১০.২০২৫
স্থান: দত্তফুলিয়া
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিঃ দ্রঃ: পূর্ববর্তী ১৬.০১. ২০২১ তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তি, যা সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীন জারি করা হয়েছিল, কিছু প্রযুক্তিগত কারণে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হলো।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)** অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৬.১১.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী স্বদেশ দাস এবং শ্রীমতি আলপনা দাস, উভয়ের ঠিকানা :** ২৪/৪, উত্তম ঘোষ লেন,পো : সালকিয়া, থানা : মালিপাঁচঘড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১১১০৬।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে বসবাসের ফ্ল্যাট (লিফট সুবিধা সহ), নং ৫০২, অবস্থিত চারতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৭৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ , দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা খোলা কিচেন, এক ডাইনিং, এক স্টাডি রুম, এক পূজা ঘর, এক টয়লেট, ইত্যাদি এবং এক গ্যারাজ নং ২০৩, একতলায় পরিমাপ আনুমানিক ২৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ হাওড়া পৌর নিগম অধীন ওয়ার্ড নং ৮, হোল্ডিং নং ১৩এ, এল রোড, পো : নেতাজিগড়, থানা : লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮১২, আরএস খতিয়ান নং ৩২৮, এলআর খতিয়ান নং ৬৪৮, ১৭৪৭ এবং ২০৭৭ এবং জেএল নং ৯, মৌজা : বেলগাছিয়া কিসমত, সম্পত্তি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবিভক্ত অংশের সকল অধিকার, যথাযথ ভাগ অংশ সকল সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ যা দলিলে উল্লিখিত মতে। **সম্পত্তি শ্রীমতি আলপনা দাস এবং শ্রী স্বদেশ দাস এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ০৫০২০৩০০৭-২০২০ সালের,** এডিএসআর হাওড়া সমীপে, পশ্চিমবঙ্গ। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)। ডিআরটি-১ সমীপে এসএ দাখিল করা হয়েছে, উল্লেখ্য এসএ নং এসএ/৩৭৯ -২০২৪ সালের, যাহোক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	**৩০,৫১,৩০৬.০০ টাকা (তিরিশ লাখ একান্ন হাজার তিনশ ছয় টাকা) ১৮.১২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	ক) ২৯,৮৮,০০০.০০ টাকা খ) ২,৯৮,৮০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ ৩০.১০.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৯.১০.২০২৫ — কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১০.১১.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর শাখা, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৭৬,১৬,৩২৪.০০ টাকা (ছিয়াত্তর লাখ ষোলো হাজার তিনশ চব্বিশ টাকা)** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ আদায়ের জন্য **মেসার্স মাতৃ বিল্ডার্স,** ২০৭/এন যাদব ঘোষ লেন, পো - সরসুনা, কলকাতা - ৭০০০৬১ **আরও ঠিকানা** - ১২১/৩ তালপুকুর রোড, পো - সরসুনা, কলকাতা - ৭০০০৬১ কাছ থেকে।
নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. মেসার্স মাতৃ বিল্ডার্স** ২০৭/এন, যাদব ঘোষ লেন, পো : সরসুনা, কলকাতা -৭০০০৬১। আরও ঠিকানা : ১২১/৩, তালপুকুর রোড, পো সরসুনা, কলকাতা ৭০০০৬১। **২) শ্রী দিলীপ ঘোষ (বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত যোগেশ্বর ঘোষ, ঠিকানা : ১২১/৩, তালপুকুর রোড,পো সরসুনা, কলকাতা ৭০০০৬১। **আরও ঠিকানা :** ২০৭/এন, যাদব ঘোষ লেন, পো : সরসুনা, কলকাতা -৭০০০৬১। **৩) শ্রীমতি সুজাতা ঘোষ (জামিনদাতা),** স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, ১২১/৩, তালপুকুর রোড,পো সরসুনা, কলকাতা ৭০০০৬১। **আরও ঠিকানা :** ২০৭/এন, যাদব ঘোষ লেন, পো : সরসুনা, কলকাতা -৭০০০৬১। **খ) আলিপুর শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৫ কাঠা ১৫ ছটাক কমবেশি মৌজা : দক্ষিণ বেহালা, দাগ নং ১৯৪, আরএস খতিয়ান নং ৮৫৯, জেএল নং ১৬, আরএস ৮১, এবং জমি তদস্থিত গুদাম ৪ কাঠা , মৌজা : দক্ষিণ বেহালা, দাগ নং ১৯৪, আরএস খতিয়ান নং ৮৫৯, ৯৪৬, ৯৪৭, জেএল নং আরএস ৮১) প্রেমিসেস নং ২৪৮এ, যাদব ঘোষ রোড, থানা : ঠাকুরপুকুর , ওয়ার্ড নং ১২৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,কেএমসি অধীন, (দলিল উল্লেখ্য নং ১-০৩১১৯ তারিখ ১১.০৭.১৯৯৮- ৪ কাঠা এবং দলিল উল্লেখ্য নং ১-০১৭৩০ তারিখ ২৮.০২.২০২৩ - ১ কাঠা ১৫ ছটাক)। চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : যাদব ঘোষ রোড,পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া কলোনি রোড।	**৭৬,১৬,৩২৪.০০ টাকা (ছিয়াত্তর লাখ ষোলো হাজার তিনশ চব্বিশ টাকা)** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৪৫,০০,০০০.০০ টাকা (*) (পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকা) খ) ৪,৫০,০০০.০০ টাকা (চার লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB580048066520A ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.১০.২০২৫ থেকে ০৯.১১.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১০.১১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তখাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৬.০৯.২০২৫/স্থান- কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ধরমতলা স্ট্রিট শাখা
৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
চাঁদনিচক, কলকাতা - ৭০০০৭২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ধরমতলা স্ট্রিট শাখা, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১২.১১.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ধরমতলা স্ট্রিট শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২,৬৩,৮০,৬২২.০০ টাকা (দুই কোটি তেষট্টি লাখ আশি হাজার ছশো বাইশ টাকা)** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়ের জন্য **মেসার্স লাইফ লাইন ডায়গনসটিকস, বর্তমান ঠিকানা** - ৯ এন সি মিত্র রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০২৮ **নতুন ঠিকানা** - শপ নং ১৯ (১ম তল) এবং শপ নং ১৪, ১৫ এবং ১৬ (২য় তল) রাধাকুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট, ২ এন সি মিত্র রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০২৮ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. মেসার্স লাইফ লাইন ডায়গনোস্টিকস বর্তমান ঠিকানা :** ৯ এন সি মিত্র রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা -৭০০০২৮। **নতুন ঠিকানা :** শপ নং ১৯ (একতলা) এবং শপ নং ১৪ , ১৫ এবং ১৬ (২য় তল) রাধাকুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট, ২, এন সি মিত্র রোড, দম দম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা -৭০০০২৮। **২. শ্রী প্রনয় ভট্টাচার্য (অংশীদার এবং জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ২৩/২০/৩, গড়িয়াহাট রোড, সার্কাস এভিনিউ, থানা : লেক বর্তমানে রবীন্দ্র সরোবর,পো শরৎ বোস রোড, কলকাতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৩২৯। **৩. শ্রী বিশ্বনাথ ব্যানার্জি, (অংশীদার এবং জামিনদাতা),** ২০৪ রবীন্দ্র সরণি উত্তর, থানা : দম দম, পো রবীন্দ্র নগর, কলকাতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৬৫। **৪. শ্রী অজয় দে ওরফেঅজয় কুমার দে (অংশীদার এবং জামিনদাতা),** পিতা প্রয়াত ভূপেশ চন্দ্র দে, ৯/১, এন সি মিত্র রোড, পো এবং থানা : দম দম, কলকাতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০২৮। **৫) শ্রীমতি সন্ধ্যা দত্ত গুপ্ত (অংশীদার এবং জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত সুকুমার ঘোষ এবং স্বামী শ্রী সোমশুভ্র দত্ত গুপ্ত, জে-২০৫, বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি, থানা : পাটুলি, পো : পঞ্চসায়র নগর, কলকাতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৯৪। **খ) ধর্মতলা স্ট্রিট শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ক) দোকান নং ১৯ পরিমাপ ১১৪ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একতলায় এবং খ) বাণিজ্যিক স্পেস নং ১) দোকান নং ১৪ পরিমাপ ২০৩৬ বর্গফুট, ২) দোকান নং ১৫, পরিমাপ ৫৩৯ বর্গফুট এবং ৩) দোকান নং ১৬, পরিমাপ ৯২৯ বর্গফুট ২য়তলে, অর্থাৎ মোট পরিমাপ ৩৬১৮ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উভয় একতলা এবং দোতলা অর্থাৎ ক এবং খ (একতলা -১১৪ বর্গফুট এবং দোতলায় ৩৫০৪ বর্গফুট) অর্থাৎ বিল্ট আপ এরিয়া ২৮৯৪ বর্গফুট কমবেশি টাইলস মেঝে জি-৫ তলা ভবনে নাম রাধা কুঞ্জ, অবস্থিত মৌজা : দিগলা, জেএল নং ১৮, আরএস নং ১৬১, তৌজি নং ১৭৩, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৮৭৮, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ১৬২, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৮৭৮/১১৫১, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ১৬১, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৮৭৮/১১৫২, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ১৬০, সিএস এবং আরএস দাগ নং ৮৭৯, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ১৫৬, দাগ নং ৮৮১, খতিয়ান নং ১৫৫, দাগ নং ৮৮০, খতিয়ান নংত ১৫৭, প্রেমিসেস নং ২, এন সি মিত্র রোড, কলকাতা - ৭০০০২৮, পুরসভা হোল্ডিং নং ২, এন সি মিত্র রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, দম দম পুরসভা অধীন, থানা : এবং পো : দম দম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : এন সি মিত্র রোড, দক্ষিণে : দাগ নং ৮৮১ অধীনে সম্পত্তি, পূর্বে : পুরসভা নিকাশি এবং দাগ নং ৮৮১ অধীনে সম্পত্তি, পশ্চিমে : দাগ নং ৮৮৭ অধীনে সম্পত্তি (সম্পত্তির অবস্থান ২০০ দূরে দম দম ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশন থেকে)।	**২,৬৩,৮০,৬২২.০০ টাকা (দুই কোটি তেষট্টি লাখ আশি হাজার ছশো বাইশ টাকা)** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২,২৫,০০,০০০.০০ টাকা (*) (দুই কোটি পঁচিশ লাখ টাকা) খ) ২২,৫০,০০০.০০ টাকা (বাইশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB30285007315 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.১০.২০২৫ থেকে ১১.১১.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১২.১১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তখাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/অংশীদার(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৭.১০.২০২৫/ স্থান- কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পংজাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
এসএএম ডিপার্টমেন্ট, সার্কেল অফিস : কলকাতা-পশ্চিম
ইউনাইটেড টাওয়ার, ৪র্থ ফ্লোর, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, ই-মেইল আইডি: **cokolwestsam@pnb.bank.in**

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি এবং নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়

লটে সম্পত্তি (নিম্নে বর্ণিত)	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	যে সময় পর্যন্ত
ক্র. নং. ০১	অনলাইন: ২০.১১.২০২৫	বিকাল ৩.০০ টে পর্যন্ত
ক্র. নং. ০২ থেকে ০৫	অনলাইন: ২৮.১১.২০২৫	

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।
এই বিক্রয় ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, যা ওয়েব পোর্টালে (**https://baanknet.com**) সরবরাহ করা হয়েছে এবং যা স্বাক্ষরকারী কর্তৃক পরিচালিত হবে। সাধারণ জনসাধারণকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে নিলামে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

সুরক্ষিত সম্পদের তফসিল

লট নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ মালিকের নাম	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ই-অকশনের তারিখ / সময়
১.	**শাখা অফিস: উলুবেড়িয়া (১৫৮৩২০)** **রবিন পাত্র** **ঋণগ্রহীতা: শ্রী রবিন পাত্র** **জামিনদার: শ্রী বীরেন পাত্র**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা হাওড়া জেলায়, বাগনান থানার অন্তর্গত, জে.এল. নং ১৪, কল্যাণপুর মৌজার অধীন, পুরাতন খতিয়ান নং ১৪০৪, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭৪১-এর সংশ্লিষ্ট, আর.এস. দাগ নং ১৮৯৩, যা এল.আর. দাগ নং ১৭১৩-এর সংশ্লিষ্ট, তাতে অবস্থিত প্রায় ০৬ ডেসিমেল পরিমাণ বাস্তু জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। যার মূল নিবন্ধিত দানপত্র দলিল নং ০৮৮২৯ সাল-২০১২, ডি.এস.আর.- হাওড়া-তে বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ২৫, পৃষ্ঠা ৯২৩ থেকে ৯৩৩-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী রবিন পাত্রের নামে রয়েছে। (প্রতীকী দখলের অধীন)**	ক) ১১.০২.২০২৫ খ) ১২,২৫,৭৭২.১৩ টাকা ৩১.০১.২০২৫ অনুযায়ী, তদুপরি অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ ও খরচ সহ। গ) ২৫.০৬.২০২৫	ক) ১৬.৭৭ লক্ষ টাকা খ) ১.৬৭ লক্ষ টাকা (২০.১১.২০২৫) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২০.১১.২০২৫ তারিখ, বেলা ১১.৩০ টা থেকে বিকেল ৩.৩০ টা পর্যন্ত, ১০ মিনিটের বর্ধিতকরণ সহ। **(লেনদেন অফিসারের যোগাযোগ নং- ৯০৭৩৯ ০৫৩৮৫)**
২.	**শাখা অফিস: নিউ মার্কেট (০১০৭২০)** **প্রদীপ বিশ্বাস** **ঋণগ্রহীতা: প্রদীপ বিশ্বাস**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাট-গোপালপুর পৌরসভার অধীন, রাজারহাট থানার অন্তর্গত, জে.এল. নং ১৭, আর.এস. নং ১৮০, তৌজি নং ২১৮/২২৯, সি.এস. দাগ নং ৫৪১৯, আর.এস. দাগ নং ৩৩৯৩/৪৬৬৮, ৪৬৬৬, ৪৬৬৭, সি.এস. খতিয়ান নং ১০৬০, আর.এস. খতিয়ান নং ১০৯৫-এর অধীনে অবস্থিত, 'সরলীলা আবাসন' নামে পরিচিত, এসি-১২৭, বরোয়ারীতলা, কৃষ্ণপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২ ঠিকানার ফেজ-২ চতুর্থ ফ্লোরের এ-২ নং ফ্ল্যাট, যার পরিমাপ ৬৫০ বর্গফুট, তার ন্যায়সঙ্গত বন্ধক । বিক্রয় দলিল নং আই-৪৩০৮ সাল-২০০৮। **সম্পত্তিটি শ্রী প্রদীপ বিশ্বাসের নামে রয়েছে। (প্রতীকী দখলের অধীন)**	ক) ১০.০২.২০২৫ খ) ৪,৯৮,৯১৬.০০ টাকা ৩১.০১.২০২৫ অনুযায়ী, তদুপরি অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ ও খরচ সহ। গ) ১২.০৬.২০২৫	ক) ১৭.১৭ লক্ষ টাকা খ) ১.৭১ লক্ষ টাকা (২৮.১১.২০২৫) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২৮.১১.২০২৫ তারিখ, বেলা ১১.৩০ টা থেকে বিকেল ৩.৩০ টা পর্যন্ত, ১০ মিনিটের বর্ধিতকরণ সহ। **(লেনদেন অফিসারের যোগাযোগ নম্বর- ৯০৭৩৯ ০৫৩৮৫)**
৩.	**শাখা অফিস: কলকাতা, সি. আর. এভিনিউ (০০৯১০০)** **সমিধ ভট্টাচার্য** **ঋণগ্রহীতা: শ্রী সমিধ ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী মৌমিতা ভট্টাচার্য**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা হুগলি জেলায়, ডানকুনি থানার অন্তর্গত, ডানকুনি পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের অধীন, জে.এল. নং ৯৬, খারিয়াল মৌজার অধীন, আর.এস. দাগ নং ৩০১, এল.আর. দাগ নং ৩১৩, খতিয়ান নং ৭৫৫-এ অবস্থিত, ৩০০ বর্গফুট বাড়ি সহ ২.৩৭ শতক পরিমাপের জমি ও বিল্ডিং। **সম্পত্তিটি শ্রী সমিধ ভট্টাচার্য্যের নামে রয়েছে। (প্রতীকী দখলের অধীন)**	ক) ০৩.০৫.২০২১ খ) ৫,৮৮,৭৩৬.২০ টাকা ৩১.০৩.২০২১ অনুযায়ী, তদুপরি অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ ও খরচ সহ। গ) ২১.১০.২০২১	ক) ১৫.৩০ লক্ষ টাকা খ) ১.৫৩ লক্ষ টাকা (২৮.১১.২০২৫) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২৮.১১.২০২৫ তারিখ, বেলা ১১.৩০ টা থেকে বিকেল ৩.৩০ টা পর্যন্ত, ১০ মিনিটের বর্ধিতকরণ সহ। **(লেনদেন অফিসারের যোগাযোগ নম্বর- ৯০৭৩৯ ০৫৩৮৫)**
৪.	**শাখা অফিস: সাহানপুর (০৯১৭২০)** **মেসার্স সম্পা ইঞ্জিনিয়ারিং** **স্বত্ত্বাধিকারী: শ্রী প্রসেনজিৎ দাস** **জামিনদার: শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা হাওড়া জেলায়, দাসনগর থানার অধীন, পোস্ট - বালিটিকুড়ি, এইচ.এম.সি. ওয়ার্ড নং ৫০, জে.এল. নং ১০১, আর.এস. দাগ নং ১৮০, আর.এস. খতিয়ান নং ২০৩৭, এল.আর. দাগ নং ১৮০, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৯৯৬-এর অধীনে অবস্থিত বালিটিকুড়ি, ধারাপাড়া মৌজার সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। বিক্রয় দলিল নং ১৭৭ সাল-১৯৯৮, বুক নং ১, ভলিউম নং ৩, পৃষ্ঠা ৩৯১ থেকে ৩৯৮ এবং মূল দলিল নং ১৯৮৫ সাল-১৯৮২। **সম্পত্তিটি শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাসের নামে রয়েছে। (প্রতীকী দখলের অধীন)**	ক) ১৮.০৩.২০২৫ খ) ১১,৩৯,৬৫০.৫৫ টাকা ২৮.০২.২০২৫ অনুযায়ী, তদুপরি অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ ও খরচ সহ। গ) ০৭.০৭.২০২৫	ক) ১৯.৭৯ লক্ষ টাকা খ) ১.৯৭ লক্ষ টাকা (২৮.১১.২০২৫) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২৮.১১.২০২৫ তারিখ, বেলা ১১.৩০ টা থেকে বিকেল ৩.৩০ টা পর্যন্ত, ১০ মিনিটের বর্ধিতকরণ সহ। **(লেনদেন অফিসারের যোগাযোগ নম্বর- ৯০৭৩৯ ০৫৩৮৫)**
৫.	**শাখা অফিস: এমসিবি, কলকাতা লায়নস রেঞ্জ (০০৯২০০)** **শুভব্রত ধর** **ঋণগ্রহীতা: শ্রী শুভব্রত ধর**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, রাজারহাট থানার অধীন, রাজারহাট বিষ্ণুপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, জে.এল. নং ৪৩, আর.এস. নং ১২২, হাল তৌজি নং ১০, সি.এস. খতিয়ান নং ৩৭, আর.এস. খতিয়ান নং ১৫৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৪৬-এর সংশ্লিষ্ট, সি.এস. দাগ নং ১২, যা আর.এস. দাগ নং ১১-এর সংশ্লিষ্ট, তাতে অবস্থিত তিনতলা ভবনের প্রথম ফ্লোরের পেছনের অংশে ৬৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকার ফ্ল্যাট, তার ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। দলিল নং ০৫৮৩২ সাল-২০১৪। **সম্পত্তিটি শ্রী শুভব্রত ধরের নামে রয়েছে। (প্রতীকী দখলের অধীন)**	ক) ২৯.১১.২০১৮ খ) ৯,৭৪,০৪৩.০০ টাকা ২২.১০.২০১৮ অনুযায়ী, তদুপরি অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ ও খরচ সহ। গ) ০৮.০৭.২০১৯	ক) ১৪.৯৫ লক্ষ টাকা খ) ১.৪৯ লক্ষ টাকা (২৮.১১.২০২৫) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২৮.১১.২০২৫ তারিখ, বেলা ১১.৩০ টা থেকে বিকেল ৩.৩০ টা পর্যন্ত, ১০ মিনিটের বর্ধিতকরণ সহ। **(লেনদেন অফিসারের যোগাযোগ নম্বর- ৯০৭৩৯ ০৫৩৮৫)**

-: ই-অকশন বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী :-

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে বিক্রয় করা হবে।
১. পোর্টাল **https://baanknet.com** -তে "অনলাইন ই-অকশন মাধ্যমে" ই-অকশন বিক্রয় হবে
২. ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে পোর্টালে (**https://baanknet.com**) নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তাদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। একবার কেওয়াইসি নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর দ্বারা যাচাই করা হলে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে), ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ের আগে তার গ্লোবাল **ইএমডি ওয়ালেটে** অনলাইন মোড ব্যবহার করে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে **২০.১১.২০২৫ (ক্র. নং ০১ -এর জন্য) এবং ২৮.১১.২০২৫ (ক্র. নং ০২ থেকে ০৫ -এর জন্য)** এর মধ্যে পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ের আগে। রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথির যাচাইকরণ এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর অবশ্যই আগে থেকেই সম্পন্ন করতে হবে অকশনের আগে।
৩. উপরে উল্লিখিত বায়নার অর্থ জমা (ইএমডি) পরিমাণ ৩টি মোডের মাধ্যমে অনলাইনে অর্থ প্রদান করা হবে যেমন এনইএফটি/নগদ/ট্রান্সফার বিডার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে (**https://baanknet.com**) থেকে চালান তৈরির পর। এনইএফটি স্থানান্তর যেকোনো সিডিউল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে করা যেতে পারে, তবে নগদ/স্থানান্তরের জন্য দরদাতাকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখায় যেতে হবে। চেকের মতো অন্য কোনও পদ্ধতিতে ইএমডির অর্থপ্রদান গ্রহণ করা হবে না। দরদাতারা, প্রয়োজনীয় ইএমডি অনলাইনে জমা না করলে ই-নিলামে অংশ নিতে অনুমতি দেওয়া হবে না। জমাকৃত অর্থের কোনো সুদ বহন করা হবে না।
৪. ই-নিলামের জন্য প্ল্যাটফর্ম (**https://baanknet.com**) সরবরাহ করবে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড। তাদের রেজিস্টার্ড অফিস হলো ইউনিট ১, থার্ড ফ্লোর, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই - ৪০০০৩৭ **(হেল্পডেস্ক নম্বর +৯১ ৮২৯১২ ২ ০২২০, ইমেল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com)**। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** -এ ই-অকশন প্রক্রিয়ায় ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের অংশগ্রহণ করতে হবে। এই পরিষেবা প্রদানকারী পোর্টালে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রদর্শন/প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
৫. বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ ওয়েবপেজ পোর্টাল (১) **https://baanknet.com** (২) **www.pnbindia.in** -এ উপলব্ধ/প্রকাশিত।
৬. ইচ্ছুক ই-নিলাম অংশগ্রহণকারীরা ই-নিলাম পোর্টাল (**https://baanknet.com**) থেকে এই ই-নিলাম সম্পর্কিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই-নিলামের শর্তাবলী, এবং ই-নিলামের ব্যবহারিক অংশ সংক্রান্ত সাহায্য ম্যানুয়ালের অনুলিপি বিনামূল্যে ডাউনলোড করতে পারবেন।
৭. ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে পোর্টালে (**https://baanknet.com**) নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তারা প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করবে। একবার কেওয়াইসি নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর দ্বারা যাচাই করা হলে (২ কার্যদিবস লাগতে পারে), ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাকে তার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোড ব্যবহার করে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকার পরেই, ইচ্ছুক দরদাতা ই-নিলামের তারিখে বিড করতে সক্ষম হবেন।
৮. দরদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে বিডিংয়ের সময় পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>=ইএমডি পরিমাণ) থাকতে হবে।
৯. ই-নিলামের সময় দরদাতাদের উদ্ধৃত শেষ বিডের উপরে এবং তার উপরে আন্তঃ-নিলামে উচ্চতর দর দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে এবং দরদাতাদের শেষ উচ্চতর দর থেকে দর ন্যূনতম **১০,০০০.০০ টাকা** হতে হবে দশ মিনিট পরপর উচ্চতর দর উদ্ধৃত করার জন্য দরদাতাদের সময় দেওয়া হবে এবং শেষ সর্বোচ্চ বিডের দশ মিনিটের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে যদি কোনও দরদাতা উচ্চতর দর প্রস্তাব না করে তবে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
১০. ই-নিলামের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, শর্তাবলী এবং ই-অকশনের কার্যকারিতা সংক্রান্ত সহায়তা ম্যানুয়াল সঠিকভাবে পড়া এবং কঠোরভাবে অনুসরণ করা দরদাতাদের দায়িত্ব। ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনো অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর (**https://baanknet.com**) অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যার বিশদ বিবরণ ই-নিলাম পোর্টালে পাওয়া যাবে।
১১. অনুমোদিত অফিসার দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত করার পরে, শুধুমাত্র সফল দরদাতাকে আমাদের উপরে উল্লেখিত পরিষেবা প্রদানকারী এসএমএস/ইমেলের মাধ্যমে অবহিত করবেন। (মোবাইল নম্বরে/ তাদের দেওয়া ইমেল ঠিকানায়/ পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে নিবন্ধিত)।
১২. সুরক্ষিত সম্পদ রিজার্ভ মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। নিয়মানুযায়ী, বিডিং রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে এক ধাপ বেশি থেকে শুরু হবে।
১৩. সফল দরদাতাকে বিডের পরিমাণের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) জমা দিতে হবে, জমা করা কম ইএমডি পরিমাণ বাদ দিয়ে, একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের আগে এবং অবশিষ্ট অর্থ ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে ব্যাংক কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে, কলকাতায় প্রদেয় **"দ্য অথরাইজড অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** এ/সি (এ/সি -এর নাম) এর অনুকূলে একটি সিডিউল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফ্টের আকারে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল দরদাতার জমাকৃত অর্থ ব্যাঙ্কে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসারের সম্পত্তির নতুন নিলাম/বিক্রয় করার স্বাধীনতা থাকবে এবং খেলাপি দরদাতা বাজেয়াপ্ত পরিমাণ এবং সম্পত্তি উপর কোন দাবি করতে পারবে না।
১৪. সফল দরদাতার দ্বারা ব্যাঙ্কে বিক্রয় বিবেচনার অর্থ প্রদান আয়কর আইন ১৯৬১ এর ধারা ১৯৪- ১এ এর অধীনে টিডিএস সাপেক্ষে হবে এবং টিডিএস শুধুমাত্র সফল দরদাতাকে বাকি ৭৫% বিডের পরিমাণ/বিড পরিমাণের সম্পূর্ণ জমা করার সময় করতে হবে।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক যেকোনও দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন, যদি গ্রহণযোগ্য না পাওয়া যায় বা যেকোনও সময় নিলামের শর্তাদি স্থগিত/বাতিল/আমল/বন্ধ করার বা পরিবর্তন করার অধিকার রাখেন যা কোন কারণ উল্লেখ না করে এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত যে কোন পর্যায়ে চূড়ান্ত হবে।
১৬. কোনো বিরোধ বা মামলা বা উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদির দ্বারা প্রদত্ত প্রতিকূল আদেশের ক্ষেত্রে বা যে কোনো কারণে, ব্যাঙ্ক দরদাতাদের টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সেই সময়ের জন্য কোন সুদ প্রদান করা হবে না যা ব্যাংকের কাছে রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে অনুমোদিত অফিসারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
১৭. বিক্রয় শংসাপত্রটি আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ দর জমার পর সফল দরদাতার অনুকূলে জারি করা হবে।
১৮. সম্পত্তি বিক্রি করা হচ্ছে **"যেখানে যেমন আছে"** এবং **"যেমন আছে তেমনই আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**
১৯. উপরে তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের ভিত্তিতে বিবৃত করা হয়েছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
২০. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। দরদাতা প্রদত্ত বিশদ অনুযায়ী লেনদেনের অফিসারের সাথে পরামর্শ করে সম্পত্তি পরিদর্শন করতে পারে।
২১. সমস্ত সংবিধিবদ্ধ বকেয়া/অ্যাটেন্ডেন্ট চার্জ/রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স ইত্যাদি সহ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
২২. অনুমোদিত অফিসার বা ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের কাছে অজানা এমন সম্পত্তির (ই-নিলাম) ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনও বকেয়া জন্য দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি কর বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির উপর দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২৩. দরদাতাকে যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক-আপ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট ব্যর্থতা, পাওয়ার ব্যর্থতা বা প্রযুক্তিগত বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করার কারণে/অপ্রত্যাশিত কারণে কোনও ব্যাঘাতের জন্য ব্যাঙ্ক দায়বদ্ধ থাকবে না।
২৪. একজন প্রতিনিধি নিয়োগ এবং স্ব-বিড করা এবং নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য এটি ব্যাংকের জন্য উন্মুক্ত।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন https://baanknet.com এবং www.pnbindia.in

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুযায়ী বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৯.১০.২০২৫ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

‘সময় এলেই রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাবে জম্মু-কাশ্মীর’

পাটনা, ১৮ অক্টোবর: সঠিক সময় এলেই রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাবে জম্মু ও কাশ্মীর। সঙ্গে লাদাখের জনগণের দাবিদাওয়াগুলিরও সমাধানসূত্র খোঁজা হবে। এ বার দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আশ্বাস দিয়ে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

শনিবার পাটনায় এক সাংবাদিক বৈঠকে শাহ দাবি করেন, ৩৭০ ধারা বাতিল হওয়ার পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অনেক কমেছে। সেখানকার চিত্রটাও আমূল বদলে গিয়েছে। গত ন’মাসে সেখানে কোনও স্থানীয় জঙ্গির খোঁজ মেলেনি বলেও দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শাহ বলেন, ‘জম্মু ও কাশ্মীর, যেখানে ১৯৯০-এর দশক থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদ তীব্র আকার ধারণ করছিল, সেখানে এটি একটি গুণগত পরিবর্তন। আগে সীমান্তের ওপার থেকে জঙ্গিদের পাঠানোর কোনও প্রয়োজন পড়ত না পাকিস্তানের। তারা আমাদের শিশুদের হাতেই অস্ত্র তুলে দিত। এখন সেই পরিস্থিতি বদলেছে। এখন জম্মু-কাশ্মীরের মানুষ মনে করেন যে তাঁরা সমগ্র দেশের এবং সমগ্র দেশও তাঁদের।’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে যে ভাবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, পঞ্চায়েত, পুরনির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে, সে ভাবেই রাজ্যসভা নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে।’

শুধু তা-ই নয়, লাদাখের সাম্প্রতিক আন্দোলন এবং সেখানকার মানুষের দাবিদাওয়া নিয়েও লেহ এবং কার্গিলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্রের আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ওডিশায় ভিনরাজ্যের এক কিশোরীকে ধর্ষণ

ভুবনেশ্বর, ১৮ অক্টোবর: ওডিশায় ফের ধর্ষণ! ভুবনেশ্বরে কিশোরীকে ধর্ষণ করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা! কিশোরীর দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। হয়েছে রক্তপাতও। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে। তার উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নির্যাতিতার শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তার সঙ্গে কথা বলতে পারেননি তদন্তকারীরা। তবে পকসো আইন ও মেডিকো লিগ্যাল মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। টুইন সিটির পুলিশ কমিশনার এসদেব দত্ত সিংহ জানিয়েছেন, ক্যাপিটাল থানার আওতাধীন রাস্তার ধার থেকে গুরুতর অবস্থায় মেয়েটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ একটি মেডিকো লিগ্যাল মামলা (এমএলসি) দায়ের করেছে। তার চিকিৎসা চলছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, মেয়েটি এখনও কোনও অভিযোগ করেনি।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে রাস্তার ধারে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাছিল কিশোরী। স্থানীয় অটোচালকরা তাকে উদ্ধার করে ভুবনেশ্বরের ক্যাপিটাল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিশোরীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভর্তি নেয় হাসপাতাল। মেডিক্যাল পরীক্ষা থেকে স্পষ্ট কিশোরীর উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন কিশোরী আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। এখন কথা বলার পরিস্থিতিতে নেই সে। কয়েকটি সংবাদমাধ্যম সাইটে দাবি করা হচ্ছে, কিশোরী নির্যাতনের পর একাই হাসপাতালে এসেছে। তাকে গর্ভনিরোধক পিলও খাওয়ানো হয়েছে। তবে গোটা বিষয়টি ধোঁয়াশা রয়েছে। এদিকে নির্যাতিতা কোথাকার বাসিন্দা তাও জানা যায়নি। প্রাথমিক অনুমান সে ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। তার থেকে কোনও মোবাইল ফোন বা পরিচয়পত্রও পাননি তদন্তকারীরা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দিল্লির বিডি মার্গে সাংসদদের আবাসনে আগুন

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর: দিল্লির বিডি মার্গে সংসদের আবাসনে ভয়াবহ আগুন লাগে শনিবার। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। ঘটনাস্থলে দমকলের ১৪টি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করে। জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুর ১টা ২০ মিনিটে আগুন লাগে বিডি মার্গের ব্রহ্মপুত্র আবাসনে। এই আবাসনে রাজ্যসভার বহু সাংসদ থাকেন। আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আবাসনের বাসিন্দারা। দ্রুত আবাসনটি খালি করানো হয়। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি বলে দমকল সূত্রে খবর।

সংসদ ভবন থেকে ২০০ মিটার দূরে রয়েছে এই আবাসনটি। ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বহুতলটির উদ্বোধন করেন। তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেল আগুন লাগার ঘটনাটি সম্পর্কে এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘দিল্লির বিডি মার্গের ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এই বহুতলে রাজ্যসভার সাংসদেরা থাকেন। সংসদ ভবন থেকে ২০০ মিটার দূরে এই অ্যাপার্টমেন্ট।’ তিনি আরও লেখেন, ‘আধ ঘণ্টা হয়ে গেল দমকলের দেখা নেই। আগুন বাড়ছে। বার বার দমকলকে ফোন করা হচ্ছে।’ দিল্লি সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দমকল আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, দুপুর ২টো ১০ মিনিট নাগাদ আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। গৃহস্থালির কোনও জিনিস থেকে এই আগুন ছড়িয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। দিল্লি দমকল বিভাগের এডিও ভূপেন্দ্র সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেন, ‘দুপুর ১টা ২২ মিনিটে আমরা আগুন লাগার খবর পাই। সঙ্গে সঙ্গে ১৪টি ইঞ্জিন সেখানে পাঠানো হয়। আবাসনের নীচের তলায় আগুন লেগেছিল। সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় উপরের তলাও কিছু অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তবে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা জানা যায়নি। কেউ হতাহত হননি।’

পাক-হামলায় তিন ক্রিকেটার-সহ ১০ জনের মৃত্যু

হুঁশিয়ারি তালিবানের

কাবুল, ১৮ অক্টোবর: জবাব দেবে আফগানিস্তানও। পাকিস্তানের হামলার পরে এমনটাই হুঁশিয়ারি দিয়েছে আফগানিস্তানের তালিবান প্রশাসন। প্রশাসনের এক কর্তাকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএফপি।

ওই কর্তা আরও জানিয়েছেন, পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করেছে, পাকতিকা প্রদেশের তিন জায়গায় বোমা ফেলেছে। আফগানিস্তানের হাসপাতাল সূত্রে খবর, সেই বিমান হানায় প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জন। হুঁশিয়ারি দিলেও আফগানিস্তান জানিয়ে দিয়েছে, শনিবার দোহায় পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি-বৈঠকে উপস্থিত থাকবে তারা।

আফগানিস্তানের হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে পাকিস্তানি হামলায় নিহত ১০ জনের মধ্যে দুই শিশুও রয়েছে। আরও ১২ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন আফগানিস্তানের তিন ক্রিকেটারও। নিহতেরা হলেন কবীর, শিবঘাতুল্লা এবং হারুন। তাঁরা পাকতিকা প্রদেশে খেলতে গিয়েছিলেন। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে এএফপি। ক্রিকেট বোর্ড আরও জানিয়েছে, তিন দেশের টি-২০ সিরিজে খেলবে না তাদের দল। পরের মাসে শুরু হওয়ার কথা সেই সিরিজ।

আফগানিস্তান প্রশাসনের মুখপাত্র জাবিহুল্লা মুজাহিদ বিবৃতি দিয়ে বলেন, ‘প্রতিশ্রুতিমতো শনিবার দোহায় পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হবে।’ পাকতিকায় হামলা চালানোর কথা স্বীকার করেছে পাকিস্তান। এএফপিকে সে দেশের এক নিরাপত্তা আধিকারিক জানান, হাফিজ গুল বাহাদুর গোষ্ঠীকে নিশানা করে ওই হামলা চালানো হয়েছিল। ওই গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ রয়েছে তেহরিক-এ-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি)। ইসলামাবাদের অভিযোগ, এই হাফিজ গুল বাহাদুর গোষ্ঠী উত্তর ওয়াজিরিস্তানে সেনা ছাউনিতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ এবং বন্দুক হামলা চালিয়েছিলেন। তাতে নিহত হন সাত জন জওয়ান।

অমৃতসর-সহরসা গরিব রথ এক্সপ্রেসে আগুন

চণ্ডীগড়, ১৮ অক্টোবর: শনিবার সাতসকালে পঞ্জাবে ট্রেনে আগুন লাগে। অমৃতসর-সহরসা গরিব রথ এক্সপ্রেসের কয়েকটি কামরায় আগুন লেগে যায়। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে কামরা। ৭টা ৩০ নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পঞ্জাবের সিরহিন্দ স্টেশনে। তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। হুলস্থূল পড়ে যায় স্টেশন চত্বরে। দ্রুত পদক্ষেপ নেয় রেল। কোনও হতাহতের খবর নেই।

কী করে আগুন লাগল তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। সব দিক খতিয়ে দেখছে রেল। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ‘সকাল ৭টা ৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি নজরে আসে। সঙ্গেই সঙ্গেই যাত্রীদের ট্রেন থেকে নামানো হয়। আগুনও দ্রুত নিভিয়ে ফেলা হয়। ট্রেনটিকে শীঘ্রই গন্তব্যে পাঠানো হবে। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।’

পঞ্জাবের সিরহিন্দ স্টেশনটি উত্তর রেলওয়ে জোনের আওতাধীন। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সিরহিন্দ স্টেশনে ট্রেনটিতে আগুন দেখতে পারেন যাত্রীরা। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের মধ্যে। হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। রেল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে যাত্রীদের ট্রেন থেকে বার করে নিয়ে আসে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। কিছুক্ষণের পর আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। কোনও আহত বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

বিজ্ঞাপনের জন্যযোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e-tenders under **reference numbers WBMAD/CM/ELEC/APAS/NIT-1/25-26 and WBMAD/CM/ELEC/APAS/NIT-2/25-26, with tender IDs 2025_MAD_929860_1 and 2025_MAD_929780_1,** for various works under the **APAS** scheme within the Chakdaha Municipal area. For further information, please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e-tender vide **tender reference no. WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-13/25 26, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-13/ 25-26, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-13/25-26, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-12/25-26, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-12/25-26, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-11/25-26, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-14/25-26 & Tender Id:-2025_MAD_928841_3, 2025_MAD_928841_2, 2025_MAD_928841_1, 2025_MAD_928807_2, 2025_MAD_928807_1, 2025_MAD_928706_1, 2025_MAD_928662_1** for various development works under APAS scheme under Chakdaha Municipal area. For further information, please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 74, 75 & 76/ PW/Eng/APAS/25
Dt. 17-10-25 & 18-10-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE
RAIPUR GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O-SABDARNAGAR✺
P.S.–NOWDA✺DIST-MURSHIDABAD
TENDERNOTICE
E-Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: - **09/ Raipur GP/2025-26.** Vide Memo No. **459/RGP/APAS/ 2025-26, Dated:- 16-10-2025**, The Last date for online submission of tender is **08/11/2025 Upto 12.00 P.M.** For details, please visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No :-NM/ABPS/NIT-058e/ 2025-2026 to NM/ABPS/NIT-062e/2025-2026. Tender ID :- 2025_MAD_928508_1, 2025_MAD_928515_1,2025_MAD_928532_1,2025_MAD_928541_1, 2025_MAD_928560_1. Type of Work:-** Construction of Cement Conc Road and Drain. Bid Submition End Date:- **03-11-2025 at 03:00 PM.** Bid Open Date:- **06-11-2025 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in Working day and Govt. Website **https:// wbtenders.gov.in** also given **https:// nabadwipmunicipality.in**
SD/-Chairman
Nabadwip Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Executive Officer, Krishnanagar Municipality invites NIeT No: **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-16/APAS/ 2025-26** for “Construction/Repairing of Cement Concrete Road, Repairing of Road by Paver Block under APAS withinKrishnanagar Municipality”. The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details.
Tender Id: 2025_MAD_928525_1 to 2025_MAD_928525_22.
Sd/- **Executive Officer**
Krishnanagar Municipality

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331
E-TENDER
Chairman, Diamond Harbour Municipality, South 24 Pgs. Invites offline Tender for execution of ten nos work from outside bonafide and resourceful agencies/ contractors vide **eNIT No.: WBMAD/ULB/DHM/APAS/NIT-15/360(e)/2025-26 Memo No.K-12(Tender)/A-441/DHM Dated-16.10.2025** having **Tender ID:2025_MAD_929152_1 to 10** Bid Submission End Date: **08/11/2025 up to 16.00 hrs.** For details information refer to office of the Diamond Harbour Municipality.
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331
E-TENDER
Chairman, Diamond Harbour Municipality, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of eighteen nos works from outside bonafide and resourceful agencies/ contractors vide **e-N.I.T.No- WBMAD/ULB/DHM/APAS/NIT-13/358(e)/2025-26 Memo No.-K-12(Tender)/A-443/DHM Dated-17.10.2025** having **Tender ID: 2025_MAD_929654_1, 2, 3, 4 .....18.** Bid Submission End Date: **10/11/2025 up to 16.00 hrs.** For details information refer to website: **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia
Tender Notice
Chakdaha Municipality invites e-tender vide **tender reference no. WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-13/25 26, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-13/ 25-26, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-13/25-26, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-12/25-26, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-12/25-26, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-11/25-26, WBMAD/CM/WS/APAS/NIT-14/25-26 & Tender Id:-2025_MAD_928841_3, 2025_MAD_928841_2, 2025_MAD_928841_1, 2025_MAD_928807_2, 2025_MAD_928807_1, 2025_MAD_928706_1, 2025_MAD_928662_1** for various development works under APAS scheme under Chakdaha Municipal area. For further information, please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Chakdaha Municipality

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/539/25-26 Dated 25.09.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Naresh Mondal to Sujit Das House at Tarar Bagan in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 18 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,14,468.00

Bid Submission end date is being extended from **18.10.2025 at 11-00 hrs to 12.11.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Howrah Municipal Corporation
Borough-I
28, Shree Aurobinda Road-711106
Ph: 033-2655-7187
TENDER NOTICE
NIT.: TN/03/AE/B-I/25-26,
Date: 13.10.2025
For details Please refer to Borough-I, Notice Board. And Website (**www.hmc.gov.in**) & **wbtenders.gov.in**. Last Date of Application : **06.11.2025**.
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-I, H.M.C.

BONGAON MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
The revised cost of “Tender Documents” is applicable for all Tenders for the Scheme of APAS and the bidders who have already participated in APAS and also to participate in future in any Tenders including APAS. 1. Up-to Rs. 1.25 Lakh - Rs. 250.00. 2. Above Rs. 1.25 Lakh upto Rs. 5.00 Lakh- Rs.750.00. 3. Above Rs. 5.00 Lakh upto Rs. 25.00 Lakh- Rs.1,000.00. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028
DUM DUM MUNICIPALITY HAS published several tenders in the Govt website: "wbtenders.gov.in." related to AMAR PARA AMAR SAMADHAN Schemes. There are various etenders from road repairs to drainage improvement under various wards across various Booths. The Last date for dropping Bids is Nov 8th & November 10th 2025. Technical Bids opening on 10th & 12th of November 2025 respectively.
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/861/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road & Drain from H/O Ramjan Khan towards H/O Kalu Mondal (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 252 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 3,20,954.38
WBMAD/ULB/ RSM/862/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Sajal Roy towards H/O Dipan Roy (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 252 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,48,927.45
WBMAD/ULB/ RSM/863/25-26 Dated 18.10.2025	Construction of U.C. Ballah Pilling for Pond opposite to Sampriti Sangha,(Proposed SL No- 05) at Booth No-252 of Ward No-32, Under Rajpur- Sonarpur Municipality within AC-151 Sonarpur Uttar.	Rs. 2,96,573.43
WBMAD/ULB/ RSM/864/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Bapi Mondal to H/O Ramjan Mondal (Proposed Sl. No.- 6) at Booth No.- 252 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,32,664.56

Bid Submission end date: **10.11.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

দীপাবলির মোহন উপহার, ২২ বছর পর বাগানে শিল্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, সমর্থকদের ক্ষোভ সমস্ত কিছুর জবাব ট্রফি জিতেই দিতে হবে, যেন এমনটাই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যুবভারতীতে নেমেছিলেন আপুইয়া-সাহালরা। শনিবার ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে ২১ তম আইএফএ শিল্ড জিতল মোহনবাগান। নির্ধারিত সময় ১-১ স্কোর থাকার পর টাইব্রেকারে ম্যাচ শেষ হল ৪-৫ গোলে। টাইব্রেকারের জন্য গোলকিপার বদল করল ইস্টবেঙ্গল। গোটা ম্যাচে ভালো খেলে আসা প্রভসুখন সিংকে তুলে নামানো হল দেবজিৎ মজুমদারকে। শেষ শটে ইস্টবেঙ্গলের জয় গুপ্তা নিরাশ করল। দুর্দান্ত ভাবে বল বাঁচিয়ে দেন বাগান গোলকিপার বিশাল কাইথ। ম্যাচের শুরু থেকেই মোহনবাগান রক্ষণকে চাপে রেখেছিল ইস্টবেঙ্গল। মুহুর্মুহু আক্রমণ চালিয়ে যায় মোহনবাগানও। ম্যাচের ৭ মিনিটে জেমি ম্যাকলারেনের শট ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার গিল বাঁচিয়ে দেন। ৯ মিনিটের মাথায় দুর্দান্ত প্রয়াস হামিদের। সেই শট গোলকিপার বিশাল সামনে এসে বাঁচিয়ে দেয়। ১৮ মিনিটে মহেশের জোড়ালো শট বিশাল বাঁচিয়ে দেন। ৩০ মিনিটে বক্সের ভিতর ম্যাকলারেনকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখলেন আনোয়ার আলি। রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। পেনাল্টি পেয়েও বড় সুযোগ হাতছাড়া বাগানের। জেসন কামিংসের হতাশাজনক শট পোস্টের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে গিয়ে পড়ল। ৩৫ মিনিটে গোল করে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। রশিদ বল রাখে বাঁদিকে থাকা মহেশকে। মহেশের ক্রস থেকে হামিদ বল জালে জড়িয়ে দেন। হামিদ গোটা ম্যাচে যা সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে অনায়াসেই হ্যাটট্রিক করতে পারতেন। পরপর দুটি সুযোগ হাতছাড়া করলেন। ৪২ মিনিটে তাঁর শট বারপোস্টে লাগে। ৪৪ মিনিটে প্রায় ফাঁকা গোল পেয়েও সুযোগ কাজে লাগাতে পারলেন না হামিদ, জায়গায় ছিলেন না বিশাল কাইথ। শট পোস্ট ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে আপুইয়ার গোলে সমতায় ফেরে মোহনবাগান। ৫২ মিনিটে এডমুন্ডের জায়গায় নামলেন পিভি বিষ্ণু। ৫৪ মিনিটে সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। লিস্টন কামিংসকে সেন্টার বাড়িয়ে দেন, ক্লিয়ার করেন আনোয়ার। ৬০ মিনিটে রবসন নামলেন কামিংসের জায়গায়। ৬৪ মিনিটে হামিদের পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামলেন ইস্টবেঙ্গলের জাপানিজ ফরোয়ার্ড হিরোশি ইবুসুকি। ৬৬ মিনিটে নেমেই মিগুয়েলের ফ্রি-কিক থেকে হিরোশির বড় সুযোগ পেয়েছিলেন। জাপানিস ফরোয়ার্ডের হেড বিশাল বাঁচিয়ে দেন। ৬৯ মিনিটে মাথায় চোট পান সাহাল আব্দুল, রক্তপাত হতে থাকে। মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েও মাঠ ছাড়লেন না তিনি। মোহনবাগান সমর্থকরা মজা করে বলছেন ‘মাঠে রক্ত ঝরলে তো মোহনবাগান জয় পাবেই।’

জয় দিয়ে রনজির যাত্রা শুরু বাংলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রনজি ট্রফির প্রথম ম্যাচেই নাটকীয় জয় তুলে নিল বাংলা। ম্যাচের প্রথম তিন দিন পর্যন্ত ফলাফল যে কোনও দিকে যেতে পারত, তৃতীয় দিনের শেষে অনেকেই ভেবেছিলেন ম্যাচটি হয়তো ড্র হয়ে যাবে। কিন্তু চতুর্থ দিনে একেবারে নতুন রূপে দেখা গেল বাংলাকে;বিশেষ করে মহম্মদ শামিকে। প্রবল সমালোচনার মুখে থাকা এই অভিজ্ঞ পেসার যেন চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন উইকেট দিয়ে। তাঁর আগুনে বোলিংয়ের দৌলতেই উত্তরাখণ্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়ে টুর্নামেন্টে দারুণ সূচনা করল অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন বাংলা দল। চতুর্থ দিন শুরু হয়েছিল উত্তরাখণ্ডের ব্যাট হাতে। আগের দিন ২ উইকেটে ১৬৫ রান তুলে তারা ৫৫ রানে এগিয়ে ছিল।

একদিন
নবপত্রিকা
রবিবার • ১৯ অক্টোবর ২০২৫ • পেজ ৮

সবুজ বাজি এবং সরকারি প্রহসন

প্রতাপ চন্দ্র দাস

প্রতি বছর দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, দীপাবলি, ছট বা অন্যান্য উৎসবে বাজি পোড়ানোর প্রচলন থাকে। আনন্দ, উৎসব, সংস্কৃতি; সবকিছুই এর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু একই সঙ্গে এই আনন্দের পেছনে লুকিয়ে থাকে ভয়ঙ্কর বাস্তবতা। শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ, স্বাস্থ্যঝুঁকি; এই তিনটি সমস্যাই বৃদ্ধি পায়। প্রতি বছর প্রশাসন ও আদালত ঘোষণা করে, শুধু তসবুজ বাজিদ ব্যবহার করতে হবে; সাধারণ বাজি নিষিদ্ধ। তবে বাস্তবতা দেখায় যে, তসবুজ বাজিদ কথাটি কেবল কাগজে-কলমে বা সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে সীমাবদ্ধ থাকে; প্রয়োগে ঘটে তার উল্টো।

সরকারি সংজ্ঞা অনুযায়ী, সবুজ বাজি নাকি কম সালফার, কম নাইট্রেট ও তুলনামূলক কম ধোঁয়া উৎপন্ন করে। দাবি করা হয়, এতে প্রায় ৩০ শতাংশ কম দূষণ হয়। কিন্তু এটি মানে দূষণমুক্ত নয়, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে থাকে। বাজারে যে বাজি 'GREEN' লেখা প্যাকেটে আসে, তার প্রকৃত উপাদান, মান যাচাই বা স্বচ্ছতা নিয়ে কোনো বাস্তব কাঠামো নেই। ফলে সাধারণ মানুষ জানে না কোন বাজি কতটা নিরাপদ। সুপ্রিম কোর্ট ও ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, 'সবুজ বাজিই বিক্রি হতে হবে, নির্দিষ্ট সময়সীমার বাইরে বাজি পোড়ানো যাবে না, শব্দসীমা ৯০ ডেসিবেলের বেশি হওয়া চলবে না।' কিন্তু বাস্তবে রাতভর বিকট শব্দের বাজি চলে, ধোঁয়ায় আকাশ ঘন হয়, প্রশাসনের কার্যক্রম প্রায় অদৃশ্য। প্রতিবছর উৎসবের রাতে শহর ও গ্রামের PM2.5 এবং PM10 মাত্রা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, কলকাতা, ঢাকা বা মুম্বাইয়ের মতো বড় শহরে দুর্গাপুজোর রাতে ঞ্চথঙ২.৫ মাত্রা স্বাভাবিকের ৪,৫ গুণ, কখনও কখনও ৬ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়। শিশুরা, বৃদ্ধ, শ্বাসকষ্টের রোগী, গর্ভবতী নারী; তাদের ওপর প্রভাব মারাত্মক। চোখ জ্বালা, কাশি, শ্বাসকষ্ট, এলার্জি, ব্রংকাইটিস এইসব রোগের ঘটনা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়।

প্রাণীদের ক্ষেত্রেও প্রভাব ভয়ঙ্কর; পাখি ঘর ছাড়া উড়ে পালায়, কুকুর-বিড়াল অস্থির হয়, অনেক সময় আহত হয় বা প্রাণ হারায়। শব্দমাত্রা অনেক সময় ১২০,১৪০ ডেসিবেল পর্যন্ত পৌঁছায়, যা WHO-এর নিরাপদ সীমার দ্বিগুণেরও বেশি। হাসপাতাল, স্কুল, আবাসিক এলাকা সবখানেই এই শব্দ পৌঁছায়, কিন্তু কার্যকর মনিটরিং বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেই।

সরকারি নির্দেশিকা ও বাস্তবতার মধ্যে ফাঁক বড়। রাস্তার মোড়, হাটবাজার, অস্থায়ী দোকান সকল জায়গায় বাজি বিক্রি হয়, লাইসেন্স, রাসায়নিক যাচাই বা নিয়ম মানার বাধ্যবাধকতা প্রায় অপ্রয়োগ্য।

রাজনৈতিক স্বার্থ ও ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে আইন প্রয়োগে শৈথিল্য সচেতনভাবে বজায় রাখা হয়। অনেক সময় পুলিশ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বা স্থানীয় প্রশাসন এ বিষয়ে উদাসীন থাকে।

ফলে তসবুজ বাজিদ শব্দটি কেবল নামমাত্র সান্ত্বনা, বাস্তবে দূষণ, অসুস্থতা ও বিরক্তি আগের মতোই থাকে। উৎসবের আনন্দ ও সাংস্কৃতিক উদযাপন স্বাভাবিকভাবে সমর্থনযোগ্য।

কিন্তু সেই আনন্দ যদি প্রতিবেশী, অসুস্থ মানুষ, শিশু বা প্রাণীদের ভোগান্তির কারণ হয়, তবে তা উৎসব নয়, এটি অদূরদর্শিতা।

মানুষের আনন্দ অন্যের অসুবিধা ও ক্ষতির মধ্যে সীমিত থাকলে সমাজে মানসিক চাপ, রাগ ও ক্ষোভ তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতার এক হাসপাতালে দেখা যায় দুর্গাপুজোর রাতের পরে শ্বাসকষ্টের রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। শিশুদের ঘুম বিঘ্নিত হয়, বৃদ্ধরা উদ্বেগে রাত কাটায়, প্রাণীর মৃত্যু ও আহত হওয়ার খবর সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার হয়।

সবুজ বাজি আসলে চাপ এড়ানোর কৌশল হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দায় এড়িয়ে, তসবুজদ শব্দটিকে অলঙ্কার হিসেবে সামনে আনা হয়। কিন্তু বাস্তবে দূষণ, অসুস্থতা ও বিরক্তি অক্ষত থাকে। এটি এক ধরনের সরকারি প্রহসন, যেখানে মানুষের স্বাস্থ্য, প্রাণির সুরক্ষা এবং প্রকৃতির ভারসাম্য বারবার উপেক্ষিত হয়। বাজি পোড়ানোর ক্ষতি কেবল স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নয়। পরিবেশগত প্রভাবও ব্যাপক। ধোঁয়া বাতাসে ক্ষতিকারক কণার সঞ্চয় ঘটায়, জলবায়ুর ভারসাম্য বিঘ্নিত করে, ও জলাশয় ও মাটির ক্ষতি ঘটায়। দীর্ঘমেয়াদে এটি স্থানীয় জীববৈচিত্র্য ও কৃষিজমির উৎপাদনশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গবেষণায় দেখা গেছে, ধোঁয়া ও রাসায়নিকের কারণে পাখি ও অন্যান্য জীবজগতে প্রজননক্ষমতা কমে। বাজি পোড়ানোর ফলে শহরের বাতাসে সূচকীয় দূষণ বৃদ্ধি পায়, যা শিশু ও প্রবীণদের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন আন্তরিক উদ্যোগ কিছু নেওয়া যেতে পারে বাজি উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা, আইনের কঠোর প্রয়োগ, স্কুল, কলেজ ও স্থানীয় কমিউনিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধি, বিকল্প হিসাবে লেজার শো, আলোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সরকারি ঘোষণার বাস্তব প্রয়োগ না হলে তসবুজ বাজিদ কেবল নামমাত্র সমাধান। শব্দ, ধোঁয়া ও রাসায়নিক দূষণ রোধ করতে বাজি উৎপাদন ধাপে ধাপে নয়, স্থায়ীভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত এখন সময়ের দাবি।

মানুষের আনন্দ যদি অন্যের অসুবিধা, অসুস্থতা ও প্রাণহানির কারণ হয়, তবে সেই আনন্দকে নিয়ন্ত্রণ না করে নিষিদ্ধ করাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ।

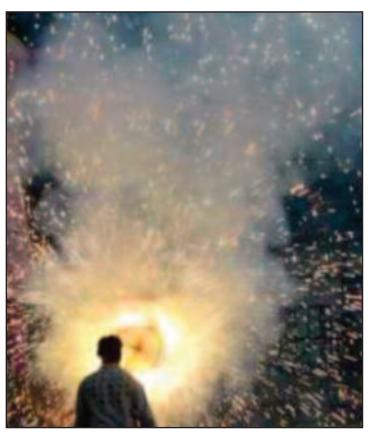

উৎসব সংস্কৃতি, ধর্মীয় আবেগ ও আনন্দ; এগুলি কখনোই অন্যের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলার অজুহাত হতে পারে না। প্রকৃতিতে ভারসাম্য, জীবজগতের সুরক্ষা এবং মানুষের স্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। সরকারের দায়শীলতা, জনসচেতনতা এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে না গেলে 'সবুজ বাজি' কেবল একটি শূন্য প্রতিশ্রুতি হয়ে থাকবে। আমরা যদি সত্যিই পরিবেশবান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত এবং প্রাণীবান্ধব উৎসব চাই, তবে বাজি পোড়ানোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ বা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পথ।

আনন্দ কেবল নিজের জন্য নয়, সমাজ ও প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বের মধ্যে সীমিত থাকলে তা আসল আনন্দ।

শব্দ, ধোঁয়া ও বিষাক্ত রাসায়নিকের দাপটে রাত কাটে যন্ত্রণা, আতঙ্ক ও ক্ষোভের মধ্যে; এটি উৎসব নয়, এটি বিপদ তাই 'সবুজ বাজি' নয়, কার্যকর নিয়ন্ত্রণ, স্থায়ী নিষিদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতার মাধ্যমে আমরা প্রকৃতি, প্রাণি ও মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এটি একান্ত জরুরি।

আলোর উৎসব দীপাবলি

সভ্যতার আলোয় আঁধারে ফেরা

এস ডি সুব্রত

সংকীর্ণতার আবরণে ঢাকা পড়ে মানবতাবোধ আর বিবেকবোধ। আঁধার কাটাতে প্রয়োজন আলোর । মিথ্যে থেকে সত্যের পথে , সংকীর্ণতা থেকে উদারতার পথে যেতে প্রয়োজন আলোর পথ , সুন্দরের পথ , ন্যায়ের পথ , মানবতার পথ। দীপাবলি একটি সংস্কৃত শব্দ। দীপ' এবং 'অবলি'; এই দুইয়ে মিলে হয়েছে দীপাবলি শব্দটি। 'দীপ' শব্দের অর্থ 'আলো' এবং অবলি শব্দের অর্থ 'সারি'। ভারতে এক দিন নয়, পাঁচ দিন ধরে পালিত হয় এই উৎসব। ধনতেরাস, নরক চতুর্থী, অমাবস্যা, কার্তিক শুদ্ধ পদ্যমী বা বালি প্রতিপদা এবং ভাই দুঁজ বা ভাইফোঁটা। কেবল ভারতেই নয়, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, মিয়ানমার, মরিশাস, নেপাল, গায়ানা, সিঙ্গাপুর, সুরিনাম, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং ফিজিতেও দেওয়ালিতে ছুটি পালন করা হয়। দীপাবলি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটা বিশেষ উৎসব। এটি দেওয়ালি, দীপান্বিতা, দীপালিকা, সুখরাত্রি, সুখসুপ্তিকা এবং যক্ষরাত্রি নামেও অভিহিত।

দীপাবলি আসলে বিজয়ীর উৎসব। দীপাবলির ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণের যে সব গল্প প্রচলিত রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের অযোধ্যায় ফেরার কাহিনি। এছাড়াও আরও অনেকগুলি গল্প জড়িত রয়েছে দীপাবলির সঙ্গে। রামায়ণ মতে, একদা এই দিনে অযোধ্যায় আলো জ্বলে, উৎসবে মেতেছিল, কারণ লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করে রামচন্দ্র এই দিনেই অযোধ্যায় পৌঁছেছিলেন। শুনে ভারতবর্ষের প্রতিটি সন্তান শান্তির প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন, ঘরে ঘরে কোটি কোটি সীতা আনন্দে আলো জ্বেলেছিলেন। কারো মতে দীপাবলির আলো জ্বেলে আমরা আসলে নরকাসুরে জয়ের ঘটনা স্মরণ করি। এমনি এক অমাবস্যার রাতেই নাকি শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হয়েছিলেন ত্রিলোকের ত্রাস নরকাসুর। ষোল হাজার বন্দিনী নারী মুক্তি পেয়ে আবার সংসারে ফিরে এসেছিলেন, ঋষিরা আবার দিনের আলো দেখতে পেয়েছিলেন। কলঙ্কমুক্ত পৃথিবী তাই সেদিন আলোয় আলোয় অপরূপা সেজেছিল মর্তবাসী আনন্দে হেসেছিল। আবার কেউ কেউ বলেন ভারতের দরিদ্রতম মানুষটিও অন্ধকার রাতে আলো জ্বেলে একদিন উৎসবে মেতেছিল, কারণ সেই চতুর্দশী সন্ধ্যায়ই সংবাদ এসেছিল পরাজিত শকেরা পলায়নের পথ খুঁজছে, স্বদেশে রাজা বিক্রমাদিত্য তাদের উৎখাত করতে সমর্থ হয়েছেন। শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল ভারতবর্ষ। এ আলো তারই স্মারক।। আবার কোন কোন মতে প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন মহাবলী। শক্তিমানও বটে। তার ভয়ে দেবতারাও শঙ্কিত। কিন্তু প্রজারা তাকে ভালোবাসে। ভীত দেবতাদের প্রার্থনায় বিষ্ণু বামন বেশে মহাবলীর সামনে এসে হাজির হলেন।

মহাবলী জানতে চাইলেন তিনি কী চান। বামনরূপী বিষ্ণু বললেন- ত্রিপাদ ভূমি। দানশীল মহাবলী তাতে আপত্তি করলেন না। তিনি বামনের প্রার্থনা মঞ্জুর করে বললেন- বেশ, তাই নাও। বিষ্ণু এবার স্বরূপ ধারণ করলেন। এক পায়ে তিনি পৃথিবী অধিকার করলেন, আর এক পদক্ষেপে স্বর্গ অধিকৃত হল। বিষ্ণু বললেন, তৃতীয় পদ কোথায় স্থাপন করি? মহাবলী বললেন, আমার মস্তকে। বিষ্ণুর পদভারে মহাবলী রসাতলে প্রোথিত হলেন। প্রজারা কান্নাকাটি শুরু করল। তাদের পীড়াপীড়িতে পরে বিষ্ণু প্রতি বছর একদিনের জন্য মহাবলীকে নিজের রাজধানীতে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। সে দিনটিই দীপাবলি বা দেওয়ালি। লোকজন নরপতিকে নিজেদের মধ্যে ফিরে পেয়েছিলেন বলেই প্রজারা সেদিন আলোর উৎসব করেছিল। কেউ কেউ এমনও বলেন, মহামায়া দুর্গা এদিনেই অসুর বধ করে ত্রিলোককে নিশ্চিন্তে আলো জ্বালতে দিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন পিতার ক্রোধে দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে বিতাড়িত এক রাজকন্যা বাবার সঙ্গে শর্ত করেছিলেন সমস্ত রাজ্য এক রাত্রি আলোকহীন রাখতে। বাবার হারিয়ে যাওয়া গজমতির মালা কুড়িয়ে পেয়েছিল তার এই দুঃখিনী মেয়ে, মালা ফেরত দেওয়ার আগে শর্ত দিয়েছিল সে কৃষ্ণ-চতুর্দশীতে রাজ্য আলোহীন রাখতে হবে। তাই হল। রাজার আদেশে গোটা রাজ্যে সেদিন কারোর ঘরে আলো নেই। আলো জ্বলছে, কেবল সেই রাজকন্যার কুটিরেই। লক্ষ্মী অতএব এসে প্রবেশ করলেন তার ঘরেই। সেই থেকে দীপাবলির রাতে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। আবার ঐতিহাসিক কাহিনি মতে, রাজা বিক্রমাদিত্য (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) শক দস্যুরাজকে তিনি পরাজিত করে পরিচিত হন শকারি নামে। এই জয়লাভ তার রাজত্বকালে মহাসমারোহে পালিত হত আলো উৎসব তথা দীপাবলি (দীপমালা) উৎসব হিসাবে। এছাড়াও মহাভারতে পাওয়া যায় যে বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসের পর দীপাবলিতেই হস্তিনাপুরে ফিরে এসেছিলেন পাণ্ডবরা। সেই জন্য আলোর মালায় সাজানো হয়েছিল গোটা হস্তিনাপুরকে। দীপাবলি অমাবস্যার রাতে পালন করা হয়। তাই চারদিকে নিকষ অন্ধকার থাকে আর এই অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সর্বত্র প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোকিত করে রাখে। বিশ্বাস করা হয়, নিকষ অন্ধকারেই অশুভ আত্মা ও অশুভ শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই এই অশুভ শক্তিকে দুর্বল করতে ঘরের প্রতিটি কোনায় কোনায় বাতি বা প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে। আলোকসজ্জার এই দিবস অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলো জ্বালার দিন। নিজের ভেতরের বাইরের সকল অজ্ঞতা ও তমকে দীপশিখায় বিদূরিত করার দিন। প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার চিরন্তন শিখা প্রজ্বলিত করার দিন। দীপাবলির উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হোক প্রিয় বাংলা, প্রিয় বসুন্ধরা। দূর হোক যত আঁধার, মনের কালিমা। দূর হোক ধর্মান্ধতা, কূপমন্ডুকতা। গড়ে উঠুক শান্তি সম্প্রীতির এক নিবিড় বন্ধন। জাতি ধর্ম ও বর্ণভেদের দেয়াল তুলে দিয়ে সবাই মিলে যেন এগিয়ে যেতে পারি সুন্দর আগামীর পথে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হোক আলোর উৎসবের দিনে।